



প্রতিবাদী কলম



PRATIBADI KALAM • Daily • 13th Year, 28 Issue • 29 January, 2022, Saturday • ১৫ মাঘ, ১৪২৮, শনিবার • আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা • ৮ পৃষ্ঠা • ৫ টাকা • R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

সম-বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়াস

প্রেস রিলিজ

‘আপনিই তো আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করছেন’। জম্পুইজলার বৃদ্ধিবার্জের প্রবীণ জনজাতি রমণী গোপীস্বারী জমাতিয়ার উচ্চারণিত এই বাক্যে, অপ্রস্তুত মুখ্যমন্ত্রীর চোখে মুখে যেন পরম প্রাপ্তির ছাপ। শুক্রবার সূচি অনুযায়ী টিএসআর সপ্তম ব্যাটালিয়ান হেডকোয়ার্টার সহ বিভিন্ন ক্যাম্প পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী। এই সফরের মাঝেই, জম্পুইজলার বৃদ্ধি বাজার কোম্পানি প্ল্যাটিন সলংগ বাজার পরিদর্শন-সহ উপস্থিত ত্রৈতা-বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তখন হাতে একটি ব্যাগ নিয়ে এক কোনে নিশ্চূপ দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকা জনজাতি রমণী গোপীস্বারী জমাতিয়ার দিকে চোখ পড়লে মুখ্যমন্ত্রীর। কাছে গিয়ে কথা বলতেই নিজের ব্যাগ খুলে দেখালেন সহজ সরল ঐ প্রবীণ মহিলা। বাজার-সহ ব্যাগে তার ১০০ টাকা। নিঃস্বার্থভাবে

অকপটেই বললেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী, আপনিই তো আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করছেন’। মুখ্যমন্ত্রীর মত গরিমাপূর্ণ আসনে বসা ব্যক্তিও মানুষের প্রশংসার জোয়ারে ভাসা



স্বভাবসিদ্ধ বিষয়। কিন্তু এই জনজাতি রমণীর ছোট কথাটি যেন এক বিশাল প্রাপ্তি। তাঁর এই কথায় বাজার ভর্তি মানুষও ‘খ’ যেন যান। কথাটি ছোট হলেও তার মধ্যে

নিহিত ছিল হাজারও গভীরতা। জনজাতিদের আর্থ সামাজিক জীবনমান, উন্নয়নের অসার স্বপ্ন দেখিয়ে এই সহজ-সরল জনজাতি অংশের মানুষকে দীর্ঘকাল করে জনজাতিদের। শিক্ষা, স্বাস্থ্যের সব উন্নয়ন তো দূর, পরিস্রুত পানীয় জল পর্যন্ত পৌঁছানো যায়নি। মহিলাদের হাতে টাকা থাকা তো দূরত্ব, দু’বেলা অম্লের জোগান করাই ছিল কষ্টকর। বর্তমান সরকারের সময়েই ভাগ্যবদল হতে শুরু করেছে জনজাতি অংশের মানুষদের। তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গোপীস্বারী জমাতিয়া। ব্যাগে রয়েছে টাকা। জীবন অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ এই প্রবীণ রমণী নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই জানালেন, আপনিই তো আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করছেন’। জনজাতি অংশের মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনমান উন্নয়নে একাধিক পরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে রাজ্যব্যাপী। আগে অধিকাংশ মহিলাদের কাছে ছিল না টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষিত জনজাতিদের সার্বিক বিকাশে ১৩শ কোটি টাকার প্যাকেজ জনজাতিদের ভবিষ্যৎ ভাগ্য বদলে বিশেষ

● এরপর দুইয়ের পাতায়

১২ বছরে স্নাতক ১৩ বছরে চাকরি!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের সিনিয়রিটির সম্ভাব্য সংশোধিত তালিকা তৈরি করেছে শিক্ষা দফতর। মোট ৪১৫৬ জনের সেই তালিকা সংশোধন, ইত্যাদির জন্য জেলায় জেলায় পাঠানো হয়েছে, টিটিএডিসির সংশ্লিষ্ট অফিসারকেও পাঠানো হয়েছে। কারও কোনও বক্তব্য থাকলে প্রতিষ্ঠানের প্রধানের মাধ্যমে তা জানাতে হবে। শনিবারের মধ্যেই তালিকা শিক্ষা দফতরে ফেরত আসবে সংশোধন-সহ। সংশোধন কত করতে হবে, কত জনের জন্য দরকার, তা জানা যায়নি, তবে তালিকার প্রথম শিক্ষক ও তার স্নাতক হওয়ার বয়স, চাকরিতে যোগ দেওয়ার বয়স, ইত্যাদি অস্বাভাবিক। তালিকার প্রথম নাম কালীপদ চক্রবর্তী। তালিকা অনুযায়ী তিনি জন্মেছেন ১৯৬৮ সালে। স্নাতক হয়েছেন বলে যে বছরের কথা লেখা হয়েছে, তখন এই তালিকা অনুযায়ী বয়স ১২ বছর, চাকরিতে যোগ দিয়েছেন ১৩ বছর বয়সে। তালিকায় ● এরপর দুইয়ের পাতায়

পুর নিয়োগ নিয়ে আশঙ্কা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। আগরতলা পুর নিগম মেয়র-ইন-চার্জ পিল্লার মিটিং ডেকেছেন শনিবারে। আদালত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পর দ্রুত নিগমের কমিশনার হওয়া ডাঃ শৈলেশ কুমার যাদব সেই মিটিং’র নোটিশ জারি করেছেন। আলোচনার বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে পুর কর্মচারীদের অ্যাডহক প্রমোশন, একজন এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের চাকরির মেয়াদ বাড়ানো, পাম্প অপারেটর নিয়োগ ছাড়াও ‘ডিরেক্ট রিক্রুটমেন্ট পোস্ট’ পূরণ করার বিষয়ও আছে। এই খবরটি ছড়িয়ে পড়তেই নিগমের অনিয়মিত কর্মচারীদের মনে অজানা আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। তাদের কারও কারও বক্তব্য, বহুদিন ধরে তারা চুক্তির ভিত্তিতে বা অনিয়মিত কর্মচারী হিসেবে কাজ করছেন, এখন বিভিন্ন পদে সরাসরি নিয়োগ হলে তাদের ভবিষ্যৎ



বিশেষ কিছু নিয়োগ করা হয়েছিল একেবারেই বেআইনিভাবে রাষ্ট্রপতি শাসনের সময় তাদের চাকরি চলে যায়, সেই সময় পুর সংস্থা কংগ্রেসিদের হাতে ছিল, এখনকার মেয়র দীপক মজুমদার তখন কংগ্রেস দলে। পরে তিনিও এই সংস্থার প্রধান হয়েছিলেন

১৯৯৯ সালে, তখনও সেসব চাকরি প্রাপক বা চাকরি হারানোদের কোনও হিল্লৈ করেননি, সেরকম আইনি ভিত্তিহীন কোনও চাকরি আবার হয় কিনা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন অভিযোগ করেছেন, ইতিমধ্যেই নেতাদের ধরধারি, ম্যানেজ শুরু হয়ে গেছে চাকরি নিয়ে। নিরপেক্ষ কোনও সংস্থা দিয়ে নিয়োগের দাবিও উঠছে। বিভিন্ন নিয়োগ ইত্যাদি বিধানসভা ভোটেও মুখে বেকারদের জন্য টোপ হিসাবে ব্যবহার করা হবে বলে অনেকেই মনে করছেন। তাছাড়া সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট কাঁকে দিয়ে করানো হবে, সেই সংস্থা নির্বান করার বিষয় আছে আলোচনায়। ক্যাডুয়াল গ্রুপ-সি কর্মচারীদের টিফিন অ্যালাউন্স দেওয়ার বিষয়ে কথা হবে। বিভাগ নিজেই কাজ করাবে, কম্যুনিটি টয়লেটের জায়গা নির্বাচন ইত্যাদি আলোচনায় থাকবে।



বিজেপি দলে যোগদান অব্যাহত। সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে যারা মানুষকে বিভ্রান্ত করতে উদ্বীণ, তারাই, রাজ্যে প্রথমবারের মতো আয়ুধান কার্ডের সহায়তায় বিনামূল্যে সম্পন্ন হওয়া ওপেন হার্ট সার্জারির জন্য একটিও প্রশংসা বাক্য উচ্চারণে বার্থ। বিভ্রান্তিকরণ অপপ্রচার উপেক্ষা করে রাজ্যের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে প্রতিদিন মার্চিয় নিজেদের সম্পৃক্ত করছেন। শুক্রবার গোলাঘাটি মন্ডলের অন্তর্গত শ্যামনগর পাড়ায় ২১০ পরিবারের ৭২১ জন ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করলেন। একথাওনো বললেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

বদলি হয়েছেও কারায় রাজত্ব চালাচ্ছেন পিন্টু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। তার কার্যক্রমতা আর তাকে ঘিরে থাকা রহস্য জাল যেন ছোট গল্পের মতো। ছোট গল্পের রেশ যেমন শেষ হয়েও ইল না শেষ, ঠিক তেমনি কারা দফতরেও যেন পিন্টু দাস একমেবাবস্থিত। কারা দফতর থেকে তিনি বদলি হয়েছেন কিন্তু নতুন কর্মস্থলে যোগ দেননি। বদলি হওয়ার পরেও ওএসডি পিন্টু দাস এখনও কারা দফতরের সর্বভূতে বিরাজমান। ছুটি নিয়ে বাড়িতে বসে থাকলেও কারা দফতরের প্রতিটি ফাইল চলাচল যেন পিন্টুবাবুর ইশারাতেই নিয়ন্ত্রিত হয়। কোথায় কে বদলি হবেন কিংবা বদলি হওয়ার পর নতুন কর্মস্থলে যোগ দেবেন কি দেবেন না, সেইসব কিছু এখনও পর্যন্ত পিন্টুবাবু নজরদারি করছে। যে কারণে তিনি ওএসডি পিন্টু দাসই বদলি হওয়ার পরেও নতুন কর্মস্থলে যোগ দেননি। সঙ্গে রয়েছেন পার্থ আচার্য। তাকে ডিহিরেক্টরিয়েট থেকে অমরপুর সাব জেলে বদলি করা হয়েছে উনিও পিন্টুবাবুর মতোই আগরতলায় বসে থেকে ছড়ি ঘুরাচ্ছেন। বদলির পরেও পিন্টু দাস যে কতটা প্রাসঙ্গিক সেটা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন দফতরের অন্যান্য কর্মীরা। অভিযোগ, সবকিছুর পেছনেই পিন্টুর উপর সন্ত্রাস ছায়া রয়েছে আইজি প্রিজন অদিত মজুমদারের। তার অভয় ছাড়া পিন্টু দাস এবং অন্যান্য বদলির পরেও এভাবে রাজ করতে পারেন না। এর পরোচায়ে সন্ত্রাস হয়েছে আইজি প্রিজনের আশ্রয় এবং প্রশ্রয়ে। আগরতলার প্রিজন ডিহিরেক্টরিয়েট থেকে ওএসডি পিন্টু দাসকে উনেকোটি গোটা প্রশাসনে বদলি করা হয়েছে। পিন্টুবাবু সেই বদলিকে বুড়া আঙুল দেখিয়ে আগরতলায় কাটাচ্ছেন। আর এই ফাকে জেলের যাবতীয় তদন্তকালেও নাক গলাচ্ছেন তিনি। ● এরপর দুইয়ের পাতায়

বাউন্ডারিতে নাখোশ নগরবাসী

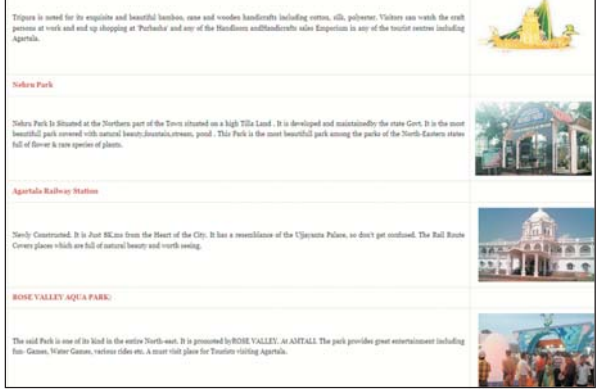
প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাক্রম, ২৮ জানুয়ারি।। সাক্রম হাসপাতালের বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ ঘিরে এবার নয়া তরঙ্গ শুরু হয়েছে। সাক্রম শহরের হরি চৌমুহিনিতে আগরতলা-সাক্রম জাতীয় সড়কের পাশে ঠিক যে জায়গাটিতে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, ঠিক সেই জায়গাটিতেই শহরের সৌন্দর্য্যে কোনও মণীষীর মূর্তির স্থাপন সহ বাগান করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিলো ২০১৫ সালে। ওই সময়ে সাক্রম নগর পঞ্চায়েত দপ্তর করেছিলো কংগ্রেস। কিন্তু নানা কারণে সে সময়ে হয়ে উঠেনি। বর্তমানে বিজেপির দখলে এই নগর পঞ্চায়েত। এলাকার বিধায়কও শাসক বিজেপি দলের দলগতভাবেও তিনি যথেষ্ট ক্ষমতাবান। ● এরপর দুইয়ের পাতায়

নিগমের পর্যটন তালিকায় রোজভালি পার্ক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।। গত ২১ জানুয়ারি রাত পর্যন্ত ৪ লক্ষ ৭৭ জন আগরতলা পুর নিগমের গুয়েবসাইটে দেখেছেন। সরকারের আইটি ডিরেক্টরেটের উদ্যোগে নির্মিত নিগমের এই সফটওয়্যারে শহর এবং রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলো সম্পর্কে ছবি সহ কয়েক লাইন করে দেওয়া আছে। এই তালিকায় স্থান পেয়েছে শহর তথা রাজ্যের মোট ৩৩টি আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র। এই তালিকা দেখে এখন বিভ্রান্ত হচ্ছে নিগম কর্তৃপক্ষের। কারণ, তালিকায় স্পষ্টভাবে বলা আছে, রাজ্যে কোনও পর্যটক এলে উনাকে অবশ্যই রোজভালি পার্কে যেতে হবে। ‘এ মাস্ট ভিজিট গ্রেইস’ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে রোজভালি পার্ককে। সম্প্রতি বিয়ে বাড়িতে রূপান্তরিত হওয়া মালঞ্চ নিবাসের ছবিও উক্ত তালিকায় রয়েছে। কৃষ্ণবন প্রাসাদ বলে স্থান পেয়েছে পুরানো ‘রাজ ভবন’। কিন্তু এই

স্থানগুলো বহু আগেই যে নাগরিকদের বা পর্যটকদের নাগালে পর বাইরে, তা নিগম কর্তৃপক্ষই জানে না। নিগমের নিজস্বের গুয়েবসাইটে যে তথ্য

প্রকাশ করেন উনারা। জানতে পারেন, এখন করোনা বিধি এবং উক্ত জায়গাগুলো আদতে অস্তিত্ববিহীন। স্বভাবতই নাক কাটা যায় নিগম কর্তৃপক্ষের। নাম স্মার্ট



নিগমের গুয়েবসাইটে গত ২১ তারিখ পর্যন্ত প্রায় ৫ লক্ষ জন দেখেছেন। এতে রোজভালি পার্কে পর্যটকদের জন্য ‘এ মাস্ট ভিজিট গ্রেইস’ বলা হয়েছে।

রয়েছে, তা এখন বিভ্রান্ত করছে পর্যটকদের। শুক্রবার বিভ্রান্ত ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় ফুলবাড়ি। জন পর্যটক। শহরে এসে কারণে কারণে নিগমের গুয়েবসাইটে দেখে ওই জায়গাগুলোতে যাওয়ার ইচ্ছে

সিটি। কথায় কথায়, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক আর বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় ফুলবাড়ি। মঞ্চের বক্তৃতা দিতে উঠল উনারা সুযোগ পেলেই বলে ফেলেন, হত ২৫ বছরে কিছুই হয়নি। যা হয়েছে

এই শহর বা রাজ্যে, তা সবই গত ৪ বছরে। কিন্তু বাস্তবে এই সরকারের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজেই যে এক কিছুই ফাঁকি রয়ে গেছে, তা আবারও প্রকাশ্যে এলো। আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন তথা আগরতলা পুর পরিষদ কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি ধুমধাম করে বৈঠকের পর বৈঠক করছেন। নব নিযুক্ত মেয়র দীপক মজুমদার সুযোগ পেলেই উনার নিগমের কমিশনারকে নিয়ে পথে নেমে পড়ছেন। কিন্তু মেয়র সাহেবের সরকারি গুয়েবসাইটে যে পরিমাণ ভুল তথ্য নানা বিভাগে দেওয়া আছে, তা অনায়াসেই শহরবাসী সহ রাজ্যবাসীকে লজ্জায় ফেলতে পারে। শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গের একটি পর্যটন বিষয়ক এজেন্সি এই প্রক্রিয়া দফতরকে টেলিফোন করে বলে, আগরতলা পুর নিগমের গুয়েবসাইটে ‘গ্রেইস টু ভিজিট’ বলে যে বিভাগটি রয়েছে, তার তথ্যগুলো সব ঠিক নেই। বহিরাঙ্গ থেকে পাওয়া টেলিফোনটির পরেই প্রতিক্রিয়া দফতর আগরতলা পুর

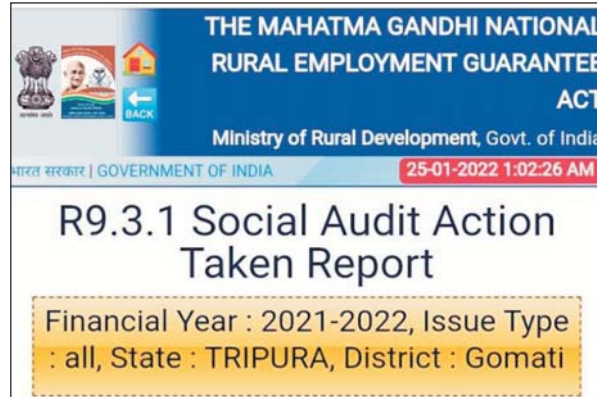
নিগমের গুয়েবসাইটে গিয়ে দেখে— মহা কেলেক্সারি। শহরের প্রধান আকর্ষণীয় জায়গা কোনগুলো, ছবি সহ তার বর্ণনা দেওয়া আছে গুয়েবসাইটে। আগরতলা পুর নিগমের গুয়েবসাইটে হলেও, আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে শুধু শহর নয়, রাজ্যের নানা আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্রগুলোর নামও রয়েছে সেখানে। সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, নিগমের গুয়েবসাইটে এখনও রাজ্য তথা শহরে অবস্থিত সরকারি মিউজিয়ামকে ‘উজ্জয় প্রাসাদ’ বলা আছে। বর্তমানে সরকারের প্রধান জাদুঘরটির ছবি দিয়ে মোট ৭ লাইনে প্রাসাদটির ইতিহাস বলা আছে। কোথাও একটি লাইনও নেই যে, এই প্রাসাদ এখন শহর তথা রাজ্যের প্রধান জাদুঘর। একই গুয়েবসাইটে মালঞ্চ নিবাসের কথা বলা আছে। ছবি সহ মালঞ্চ নিবাস সম্পর্কে সকলকে জানাতে গিয়ে নিগম কর্তৃপক্ষ লিখেছেন যে, ওই বাড়িটিতে ১৯১৯ সালে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ● এরপর দুইয়ের পাতায়

সোশ্যাল অডিটে গৌজামিল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। বাঘের ঘরেই যেন এবার ধরা পড়লো ঘুরুর বাসা। যে সোশ্যাল অডিট ইউনিট বিভিন্ন পঞ্চায়েতের খুঁত খুঁজে বেড়ায় এবার সেই সোশ্যাল অডিট ইউনিটের খুঁত খেঁজার জন্য আরেকটি অডিট কিংবা ভিজিটাল তদন্ত প্রয়োজন। কাগজ, ভূত তাড়ার জন্য যে সরিষা ব্যবহার করা হয়েছে খোদ ভূত সেই সর্বোত্তম বাসা বেঁধে আছে। রাজ্য সরকারের সোশ্যাল অডিট ইউনিট সম্প্রতি যে স্পষ্টকরণ দিয়ে তাদের বক্তব্য জানিয়েছে, সেই বক্তব্যকে গ্রাফা প্রমাণিত করেছে কেন্দ্রীয় প্রামাণ্য মন্ত্রকের গুয়েবসাইট। রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকারের দুইরকম বক্তব্য গোটা প্রক্রিয়াটিকেই শ্রমের মুখে ঠেলে দিয়েছে। দুই সরকারের তরফে দুইরকম তথ্য নিশ্চিতভাবেই প্রমাণ করছে হয় ত্রিপুরা সরকার ভুল নয়

কেন্দ্রীয় সরকার ভুল। যেহেতু কেন্দ্র এবং রাজ্যে ডবল ইঞ্জিনের সরকার সেহেতু এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যাবে না চক্রান্ত করে একটি সরকারকে অপর সরকার ফাঁসিয়ে

কারণ একই সঙ্গে দুটি সরকারের দুইরকম তথ্য সত্য হতে পারে না। সম্প্রতি রাজ্য গ্রামোন্নয়ন দফতরের অধীনস্থ সোশ্যাল অডিট ইউনিট সুস্পষ্ট বক্তব্য জানিয়েছে, চলতি



দিয়েছে আর যদি দুটো তথ্যকেই সঠিক বলে মেনে নিতে হয় তাহলে রাজ্য তথা দেশবাসী নিজেই নিজেদেরকে মানসিক ভারসাম্যহীন বলে ভাবতে হবে।

বছরের ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যের ১১৭৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটির মধ্যে মোট ১০৮৭টি প্রতিষ্ঠানের সোশ্যাল অডিট সম্পন্ন হয়েছে। ● এরপর দুইয়ের পাতায়

সোজা সার্প্টা বাটপাড়

বঙ্গ বিজেপি-র পথেই যেন রাজ্য বিজেপি। তবে বঙ্গ ক্ষমতায় নেই বিজেপি আর এরাভ্যে ক্ষমতায় বিজেপি। দেখা যাচ্ছে, বঙ্গ বিজেপি-তে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দিন দিন বিদ্রোহীর সংখ্যা বাড়ছে। সরাসরি রাজ্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধে মুখ খুলছে বঙ্গের বিজেপি নেতারা। দেরিতে হলেও এবার এরাভ্যে বিজেপি-র রাজ্য নেতৃত্ব এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ সাংসদ তথা এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধেও প্রকাশ্যে অন ক্যামেরায় বক্তব্য রাখছেন খোদ শাসক দলের বিধায়করা। বলা চলে, রীতিমত বাটপাড়, জুমলাবাজ, স্মাগলার ইত্যাদি নামে নামাকরণ করা হচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে না শাসক দলের বিধায়ক হয়েও তাদের এই সমস্ত কথা বলার পরও শাসক দল চূপ কেন? তথ্যমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলন করে বিরোধী দলনেতাকে বিঁধছেন, বিজেপি-র মুখপাত্ররাও মানিক-কে নিশানা করছেন কিন্তু স্বদলীয় বিধায়ক ইস্যুতে তাদের কোন প্রতিক্রিয়া এখনও দেখা যায়নি। তবে কি শাসক দল কোন কারণে চাপে? তবে কি দলে থেকে এভাবে প্রকাশ্যে বাটপাড়, জুমলাবাজ, স্মাগলার বলার পেছনে অন্য কোন শক্তি কাজ করছে? তবে কি দিল্লির কোন মদত এখানে কাজ করছে? অবশ্য রাজ্যের মানুষ বিভ্রান্ত। তারা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না যে, কেন এসব হচ্ছে? আশিস কুমার দাস ইস্যুতে শাসক দল যেভাবে পদক্ষেপ নিয়েছিল সুদীপ-আশিস ইস্যুতে শাসক দল কি পারবে কোন কড়া পদক্ষেপ নিতে? না শাসক দলের অদরেই সুদীপ-আশিস সমর্থকরা বসে আছেন। সব মিলিয়ে রাজ্যের মানুষ এখন বিস্মিত যে, দিল্লি ও রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা একটি দলের অদরে কেন এসব হচ্ছে? চার বছরও হয়নি যে সরকারের সেই সরকারের এই দশা কেন?

১৫ দিন আগে এডমিট কার্ড

● ৬-এর পাতার পর এসসি, এসটি, ওবিসি যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। অসংরক্ষিত ২৩টি পদের মধ্যে আবার ১টি পদ রয়েছে এন্ট-সার্ভিসম্যানের জন্য। সর্বোপরি ৫০টি পদের মধ্যে ২টি পদ সংরক্ষিত রয়েছে শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য। পদগুলো স্থায়ী, গ্রুপ-সি, নন-গেজেটেড। নিয়োগ হবে জিএ (এসএ) দপ্তরের মধ্যমা। শিক্ষাগত যোগ্যতা – যে-কোনও স্বীকৃত বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষায় পাশ হতে হবে। অর্থাৎ স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে যে-কোনও শাখা বা বিষয়ে ডিপ্লোমা পাশ হলেও আবেদনের যোগ্য। তবে, প্রতি মিনিটে সঠিকভাবে ৪০টি ইংরিজি শব্দ কম্পিউটারে রাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে। কম্পিউটার চালানোর জ্ঞান থাকাও বাঞ্ছনীয়। শিক্ষাগত যোগ্যতা বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে এঁদের ওয়েবসাইটে দেখতে পারেন। বয়স ১৫-০১-২০২২ তারিখের হিসেবে ১৮-৪০ বছর। এসসি/ এসটি/ শাঃপ্রতিবন্ধী/ সরকারি কর্মরতদের জন্য সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছরের ছাড় রয়েছে। ডিসচার্জড ১০৩২৩ এডহুক শিক্ষকদের ক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব ৬০ বছর পর্যন্ত আবেদন করা যাবে। বেতনক্রম ৫ পে বাব্ড নেভেল ৭ অনুযায়ী। উল্লেখ্য, দপ্তরে প্রয়োজন অনুযায়ী শূন্যপদের সংখ্যা বাড়তেও পারে। দরখাস্ত জমা দেওয়ার সময় কোনও ডকুমেন্টস/ সার্টিফিকেট বা সংসাপত্রের প্রতায়িত কপি আগলোড করে বা জুড়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে, সমস্ত ডকুমেন্টস/ সার্টিফিকেট বা শংসাপত্রের প্রতায়িত কপি টিপিএসসি অফিসে জমা দিতে হবে। সরকারি চাকরিরত প্রার্থীরা আবেদন করতে পারেন যথারীতি নিয়ম মেনে। উল্লেখ্য, প্রতিটি পদের ক্ষেত্রেই সংরক্ষণ ও বয়সের শিথিলতা শুধুমাত্র ত্রিপুরার বসবাসকারী তফশিলি জাতি/উপজাতি ভুক্ত প্রার্থীদের জন্যই প্রযোজ্য। অন্যান্য রাজ্যের তফশিলি জাতি/উপজাতি ভুক্ত প্রার্থীরা সাধারণ প্রার্থী হিসাবে আবেদন করতে পারবেন।

রামকৃষ্ণ ক্লাবের জয়রথ ছুটে চলেছে

● সাতের পাতার পর এরপরই ক্লাব কর্তাদের টনক নড়ে। ফের ফুটবলে বড় শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ ঘটানোর মরিয়া চেষ্টা শুরু হয়। আর্থিক প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও বিশেষ কয়েকজন ক্লাব কর্তা অক্লান্ত পরিশ্রম করেন ফুটবল দলকে নিয়ে। তার ফলেই এবার দীর্ঘদিন পর প্রথম ডিভিশনে খেলবে রামকৃষ্ণ ক্লাব। শুধু খেলেছে নয়, একেবারে চ্যাম্পিয়নের মেজাজে দেখা যাচ্ছে তাদের। লিগ শুরুর আগে অধিকাংশ ফুটবল বিশেষজ্ঞদের চোখে ফেড়াটি ছিল ফরোয়ার্ড ক্লাব, এগিয়ে চল সংখ্, লালবাহাদুর ব্যামামাগার। লিগের প্রথম ম্যাচেই মুখবুঝে পড়ে লালবাহাদুর। আর এগিয়ে চল সংখকে বশ্যতা স্বীকার করিয়েছে রামকৃষ্ণ ক্লাব। একমাত্র ফরোয়ার্ড ক্লাবই এখনও ঠিকভাবে এগিয়ে চলেছে।

তাদের সঙ্গে সামান্যতালে দৌড়াচ্ছে রামকৃষ্ণ ক্লাব। প্রবীণ, ধনরাজ, সনম শেরপা, সত্যম-দের পাশাপাশি রামকৃষ্ণ ক্লাবের রক্ষণভাগও নির্ভরতা পাচ্ছে। পাশাপাশি বলতে হবে গোলাকিপারের কথাও। প্রতিটি ম্যাচেই একাধিকবার দলের পতন রোধ করেছে। শেষ পর্যন্ত লিগে কি হয় তা সময়ই বলবে। তবে অনেকদিন পর প্রথম ডিভিশনে খেলতে এসেই রামকৃষ্ণ ক্লাব যে চমকপ্রদ ফুটবল

উপহার দিচ্ছে তা ফুটবলপ্রেমীরে হৃদয় জয় করছে। এদিন উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে শুরু থেকেই ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে শুরু করে রামকৃষ্ণ ক্লাব। কোচ কৌশিক রায়-র বেশিষ্ঠি হলো, প্রতিপক্ষের শক্তি বুঝে আক্রমণে যাওয়া। কখনই রক্ষণ খোলা রেখে অলআউট আক্রমণে যান না। এদিনও সেই হকেই খেলা শুরু করে রামকৃষ্ণ ক্লাব। ম্যাচের ২৫ মিনিটে প্রবীণ সুব্বা-র গোলে এগিয়ে যায় রামকৃষ্ণ ক্লাব। এরপর ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করে বীরেন্দ্র ক্লাব। দলটি খুব খারাপ খেলেছে এমন নয়। দুই সমশক্তিসম্পন্ন দলের লড়াই বেশ উ প্ভোগ্য হলো। ম্যাচের ৩০ মিনিটে প্রীতম সজ্ঞার বীরেন্দ্র ক্লাবকে সমতায় নিয়ে আসে।

এরপরও বীরেন্দ্র ক্লাবের সামনে সুযোগ আসে। তবে প্রথমাধ্ব আর কোন গোল হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধে দুইটি দিকে কিছুটা হিসাবি ফুটবল খেলার চেষ্টা করে। অর্থাৎ গোল যাবে হজম না করতে হয় সেদিকেই মজর ছিল। তাই দুইটি দলই কিছুটা কাউন্টার আটাকি নির্ভর ফুটবলের দিকে ঝুঁকে। এভাবে সুযোগ তৈরি হলেও

গোল আসছিল না। শেষ পর্যন্ত ৭৮ মিনিটে রামকৃষ্ণ ক্লাবের হয়ে তাদের উত্তরবঙ্গের ফুটবলার সনম শেরপা জয়সূচক গোলাটি করে। পিছিয়ে থাকা অবস্থায় বীরেন্দ্র ক্লাব অলআউট আক্রমণে বাঁপায়। তবে দক্ষতার সাথে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করে রামকৃষ্ণ ক্লাবের রক্ষণভাগের ফুটবলাররা। শেষ পর্যন্ত পুরো পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়লো রামকৃষ্ণ ক্লাব। আপাতত ৫ ম্যাচ খেলে ১১ পয়েন্ট পেয়েছে রামকৃষ্ণ ক্লাব। রেফারি অভিজিৎ দাস ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে দুই দলের চার ফুটবলারকে হলুদ কার্ড দেখিয়েছেন। বীরেন্দ্র ক্লাবের মেনিসীর হালাম, এলিয়া ডার্লৎ এবং রামকৃষ্ণ ক্লাবের ভক্তিপদ জমাতিরা, সুমিত ধানুক হলুদ কার্ড দেখেছে।

প্রভাবশালীরা

● তিনের পাতার পর বজায় রাখে কিনা তার দিকে চেয়ে রয়েছে প্রায় সব মহল। এমনিতেই ত্রিপুরায় সংক্রমণের হার সামান্য নামলেও মৃত্যু কিছুতেই বন্ধ করতে পারছে না স্বাস্থ্য কর্মীরা। মৃত্যুর তালিকা প্রত্যেকদিন লম্বা হচ্ছে।

বিস্মিত ক্রিকেট মহল

● সাতের পাতার পর ক্রিকেটপ্রেমীরা এই শিবির নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। টিসিএ-র অর্থ নিয়ে কেন লুটপাট চলছে এনিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তারা। প্রতিটি শিবিরের পেছনে বিশাল অঙ্কের অর্থ ব্যয় হচ্ছে। সেই অর্থ দরিদ্র ক্রিকেটারদের দান করলে টিসিএ-র অনেক বেশি প্রশংসা জুটতো। এক আজীবন সদস্য বলেছেন, টিসিএ-র প্রতিটি পদক্ষেপের পেছনেই একটা গভীর রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। এই রহস্যের সমাধান অনেকে জানলেও তা প্রকাশ্যে আনবে না। দুর্ভাগ্য, এতে করে রাজ্য ক্রিকেট প্রচন্ডভাবে ক্ষত্রস্ত হচ্ছে। শিবিরের নামে এই ব্যবসা মেনে নিতে পারছে না কেউ।

খেলতে পারেন মইন আলি’রা

● সাতের পাতার পর ক্রিকেট বোর্ড। ইতিমধ্যেই আইপিএলকে সে কথা জানিয়েও দিয়েছে তারা। আইপিএল-এর নিলামে ইংল্যান্ডের ২২ জন ক্রিকেটার নাম নথিভুক্ত করিয়েছেন। ১২ এবং ১৩ ফেব্রুয়ারি হবে নিলাম। সেখানে জনি বয়য়ারস্টে, মার্ক উড, দাউইদ মালান, অলি পোপ, ক্রেগ ওভারটন, স্যাম বিলিংসের মতো ক্রিকেটাররা রয়েছেন, যারা আশেজ খেলেছেন। এ ছাড়াও মইন আলি, জস বাটলারদের রেখে দিয়েছে তাদের পুরনো দল। এখন দেখার, কোন সময়ে আইপিএল ছেড়ে দেশে ফেরেন বয়য়ারস্টেরা।

ঘরে ফিরলেন নিখোঁজ সঞ্জীব

● প্রথম পাতার পর পারেন না তিনি। কে বা কারা সজ্ঞান করেন সঞ্জীবকে, কারা শরীর আক্রমণ চালায় তার উপর, কিছুই বলতে পারে না সে। গত দু’দিন আগে তার জ্ঞান ফিরে আসে। যখন জ্ঞান ফিরে আসে, সঞ্জীব বুঝতে পারেন, দেশায় ডুবেছিল সে। শেষমেশ খোয়াই থেকে একটি গাড়ি করে কমলপুর-খোয়াই রাস্তায় একটি পাহাড়ে নেমে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হন সঞ্জীব। গত বৃহস্পতিবার রাতে বাড়ি ফেরেন সঞ্জীব। শুক্রবার সকালে সজ্ঞান ফিরবর গজাতে গিয়ে রীতিমত কপায় ভেঙে পড়েন তিনি। নিজের শরীরের ক্ষত চিহ্ন এবং আক্রমণের স্পষ্ট ছাপ দেখাতে গিয়ে গত কয়েক সপ্তাহের ভয়াবহতার বিবরণ দেন। কে বা কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে, কিছুই বলতে পারেন না তিনি। এদিকে শুক্রবার তার বাড়ি ফিরে আসার খবর পাঠানো হয় কলেজলীলা আউটপোস্টে। ওই আউটপোস্টেই তার নিখোঁজ হওয়ার বিসয়টি নিয়ে ডাইরি করেছিল সঙ্গের কর্মরত শ্রমিকরা।

ব্যতিক্রমী চরিত্রে মুখ্যমন্ত্রী

● তিনের পাতার পর পরিদর্শনকালে প্রথমেই টিএসআর আধিকারিকদের ক্যাম্প হেড কোয়ার্টার, কোম্পানি প্ল্যাটুন পোস্ট সহ বিভিন্ন বিভাগ নিয়মিত পরিদর্শন ও প্রবাস করার নির্দেশ দেন। এর মাধ্যমে টিএসআর জওয়ানদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অবহিতকরণ-সহ তাদের নিয়মানুবর্তিতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা গ্রহণ করতে হবে। টিএসআরদের চাকুরির বয়সসীমা, বিভিন্ন অ্যালাউন্স, রেশন মানি-সহ বিভিন্ন বিষয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের ইঙ্গিত দেন তিনি। চাকুরিতে নিযুক্ত বিভিন্ন কার্যালয়ের জওয়ানরা জানান, গত চার বছরে ন্যূনতম আট থেকে দশ হাজারের অধিক বেতন বৃদ্ধি হয়েছে তাদের। এছাড়াও নানান সুযোগ মিলছে। বেড়োছে পোশাকের খরচ। নতুন ধরনের পোশাকের ফলে বৃদ্ধি পেয়েছে মনোবলও। সৈনিক সম্মেলনে টিএসআর জওয়ানদের বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত হন মুখ্যমন্ত্রী। তার পাশাপাশি প্রবাহমান বিভিন্ন ঘটনাবলী নিয়ে মতবিনিময় করেন। সপ্তম বেতনক্রম, পোশাকে নতুনত্ব-সহ রাজ্য সরকারের গৃহীত বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপের জন্য জওয়ানগণ মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্যসবাদ দমন থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই বাহিনীর জওয়ানরা দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। নিজেদের কর্মদক্ষতায় রাজ্যের বাইরেও সুসন্ম কড়িয়েছে এই বাহিনীর জওয়ানরা। সম্প্রতি মহিলারাও এ বাহিনীতে যোগদান করার ক্ষেত্রে ভালো সংখ্যায় আগ্রহী হচ্ছেন। বর্তমানে নিয়োগ ক্ষেত্রে সমস্ত সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে স্বচ্ছ নিয়োগ নীতির ফলে যাদের মেধা রয়েছে তারা অনায়াসে চাকুরির সুযোগ পাচ্ছেন। মহিলা সশস্ত্রিকরণ এবং ক্ষমতায়নে বিশেষ গুরুত্বারোপ করে কাজ করছে ন্যূনতম আট থেকে কন্যাসন্তানদের প্রতি আরও বেশি যত্নবান হওয়ার জন্য টিএসআর জওয়ানদের প্রতি আহ্বান রাখেন

রোষের মুখে বিজেপি

● তিনের পাতার পর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন। গত পাঁচ বছর ধরে যোগী শাসন দেখেছে উত্তরপ্রদেশ। কাজেই আগামী নির্বাচন লিটমাস টেস্ট হতে চলেছে যোগী তথা বিজেপির কাছে। বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশের মতে, বিজেপির সবচেয়ে বড় চিন্তার জায়গা পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ। সেখানের বিক্ষুব্ধ কৃষকরা খেলা ঘুরিয়ে দিতে পারেন নিজেদের হাতে। বিশেষত সেখানের আখ চাষিদের মনে যে অসন্তোষ রয়েছে, তা রীতিমতো চিন্তার যথার্থ বিজোড়। এবার বোঝা গেল, চিন্তার যথেষ্ট কারণও আছে। উত্তরপ্রদেশের আখ মন্ত্রী সুরেশ রানাকে কালো পতাকা

প্রয়াস

● প্রথম পাতার পর অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছে। জীবন জীবিকা নির্বাহের এক নতুন দিশা খুঁজে পেয়েছেন এই অংশের মানুষ। ত্রিপুরার অনামত পর্বতন কেন্দ্র উষুর থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রত্যন্ত মনোভাবের হৃদে দিতে চাননি। আর সেই কারণেই জেলের ভেতরে মোবাইল ফোন ব্যবহার, বদলি কেন্দ্রস্কার, কর্মীদের শাস্তির হাত থেকে রক্ষা করা, প্রিজন ডাইরেক্টরিয়েটের এক মহিলা কর্মীর সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা সবই বজায় রেখেছেন তিনি। প্রিজন ডাইরেক্টরিয়েটের দুই শাগরেদ নোডাল অফিসার মিলন দত্ত এবং

দেখালেন জনগণ। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ১১৩ টি ডিন উৎপাদনকারী সংস্থা মোট ৪৬৫.৩ লক্ষ টন আখ কিনেছে চাষিদের কাছ থেকে। গত বছরের নভেম্বর থেকে এই বিপুল পরিমাণ শস্য কিনেছে তারা। কিন্তু এই শস্যের দাম বাবদ মাত্র ৯১৫৭ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে কৃষকদের। যা কিনা চাষিদের প্রাপ্য দামের মাত্র ৬৯.৯ শতাংশ। সরকারি কিনা মানা হচ্ছে না এক্ষেত্রে। শুধু তাই নয়, গত মরশুমের মোট ১৫০০ কোটি টাকাও বাকি পড়ে রয়েছে কৃষকদের। কাজেই বিক্ষোভের খেপে পড়ছেন জননেতারা। শামলীর

ধানা ভবনের বিধায়ক তথা উত্তরপ্রদেশের আখ মন্ত্রী সুরেশ রানাকে কালো পতাকা দেখান তাঁরই বিধানসভা কেন্দ্রের বাসিন্দারা। এই প্রসঙ্গে রানা বলেন, ” আমি এর আগেও বলেছি, আগের সরকারের তুলনায় বিজেপি সরকার অনেকটাই বেশি কৃষক দরদি। এই সরকার রেকর্ড ১৫৫, ৯০০ কোটি টাকা প্রাপ্য মিটিয়েছে কৃষকদের। এমনিতে, পূর্বের পাওনাও মেটানো হয়েছে। ২০১৭-১৮, ২০১৮-২০১৯, ২০১৯-২০২০ তে বটেই, ২০২০-২১ মরশুমের রোজের আখ পাওনাও মিটিয়ে দিয়েছি আমরা। এই মুহূর্তে যা বকেয়া রয়েছে, তাও মিটিয়ে দেওয়া হবে শীঘ্র। কৃষকদের স্বার্থে নিয়োজিত আমি। এখানে বিরুদ্ধ মতের প্রশ্নই নেই।

রাজত্ব চালাচ্ছেন পিন্টু

করণিক পার্থ আচার্যের মাধ্যমেই যাবতীয় ধানপাণিজি চলিয়ে যাচ্ছেন তিনি। করণিক পার্থ আচার্য পিন্টু বাবু’র মতোই দুর্নীতির মধ্যমণিতে পরিণত হয়েছেন বলে খবর। সম্প্রতি পার্থ আচার্যকে দুর্নীতির অভিযোগেই প্রিজন ডাইরেক্টরিয়েট থেকে অমরপুরের মহকুমা কারাগারে বদলি করা হয়েছিলো। কিন্তু পিন্টু দাসের প্রত্যেক পার্থ আচার্যকে এখনও রিলিজ করা হয়নি। অভিযোগ, ডাইরেক্টরিয়েটে যা-পাটি মেরে

বসে থেকে এতদিন ধরে জিইয়ে রাখা দুর্নীতি চক্রের সমস্ত তথ্যাবলী সরিয়ে নিচ্ছেন তিনি বলে অভিযোগ। কারা দফতরের ওএসডি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েই পিন্টু দাস যেভাবে দুর্নীতির মৌরসী পাট্টা কায়ম করেছেন দফতরে বদলি হওয়ার পরেও তা এখনও পর্যন্ত বজায় রেখেছেন আইজি প্রিজনের প্রশ্নয়ে। তবে বিষয়টি নিয়ে সরকার যে নতুন ভাবনাসিঁচুা শুরু করেছে তাও সূত্রের খবর।

প্রশাসনে এসআরসি জেকেরাজ!

● প্রথম পাতার পর দেওয়া নিয়ে। তার নেকনজরে যারা আছেন, তারাই নাকি সুবিধাজনক পোসিং পাচ্ছেন। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ছাড়া পোসিংতো দেওয়া হচ্ছেই, সেরকমই ২০২০ সালের কয়েকজনকে বিডিও করা হয়েছে, তার পেছনেও সেই অফিসারের হাত বলে অভিযোগ। পুরানোদের ছেড়ে এলোকে আনেকোরাদের বিডিও করা অনেকেরই চোখে লেগেছে। সেই গুণেরন নতুন অফিসারদের সর্বধনা দিয়েছে কিছুদিন আগে, সেখানে তাদের সহ-সভাপতিই ছিলেন না, ছিলেন না প্রমোশনে টিসিএস হওয়া দুই নেতা গোছের অফিসার, যারা প্রমোটিদের নিয়ে আলাদা অস্তিত্বের জানান দিতে চান বিচার মঞ্চের ছত্রছায়ায়। তীব্র অভিযোগ আছে যে, গত এক বছরে হওয়া নির্বাচনগুলিতে অফিসারদের নানাভাবে প্রভাবিত করার ব্যবস্থা করেছিলেন এই বাবু। কাগজে, ফোনে হুমকি দেওয়ার খবরও বের হয়েছে একটি নির্বাচনের আগে। নির্বাচন কমিশনের অফিসে স্থায়ী অফিসারদের প্রভাবিত করার চেষ্টাও আছে। অফিস প্রেমিসেসেই অফিস গলে গাল গাল ঠেকিয়ে, কেউ বা তার গালে ঠোট ঠেকিয়ে স্নেহ প্রকাশ করার উদাহরণ আছে, সেসব প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য না হলেও পরোক্ষ সাক্ষ্যের নমুনা বলে সচিবালয়ের কোনও কোনও অফিসারের দাবি। সিনিয়র অফিসার এইসব দেখে-শুনে ফ্রীন টিডিনিং করছেন বলে অভিযোগ। দণ্ডমুন্ডের কর্তাকে যদি সঠিক, উপযুক্ত পরামর্শ না দেওয়া হয়, তবে জটিলতা হতে পারে, সরকারের বদনাম হতে পারে।

তালিকায় রোজভ্যালি পার্ক

● প্রথম পাতার পর ঠাকুর এসে থেকেছিলেন। অথচ এই বাড়িটিকে ঘিরে এখন একটি সুন্দর বিয়ে বাড়ি নির্মিত হয়েছে। চাইলেই যে কেউ সেখানে যখন-তখন প্রবেশ করতে পারেন না। একইভাবে, আগরতলা পুর নিগমেও ওয়েবসাইটে শহরের আকর্ষণীয় কেন্দ্র হিসেবে কুজবন প্রাসাদ-এর কথাও ছবি সহ উল্লেখটি আছে। বীরেন্দ্র কিশোর মাণিকা বাহাদুর এই প্রাসাদটি নির্মাণ করেন এবং এরি ঠাকুর শেখবার রাজ্যে এসে এখানেই থাকেন। পরে এটি ‘রাজ ভবন’ হিসেবে দীর্ঘ বহু দশক শহরের শোভা বাড়িয়েছে। এখন বাড়িটি ভুতের বাড়ি। এই বাড়ি ছবি সহ কিভাবে নিগমের ওয়েবসাইটে ‘প্লেইস টু ভিজিট’ বলে থাকবে পারে, তা বোঝান্য হওয়ার কথা নয় কালোরাই। একই ওয়েবসাইটে রোজভ্যালি আক্যুসা পার্ক-এর কথাও বলা আছে। অর্থাৎ যে কেউ চাইলেই শহরে এসে ওই পার্কটি দেখতে যেতে পারেন। শুধু এটুকুই নয়, ওয়েবসাইটে বলা আছে, পার্কটির মত এমন সুন্দর নজরি উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আর হেই। রোজভ্যালি কোম্পানি পার্কটির দায়িত্বে এবং এর ভেতরে জল বিষয়ক বিনোদন সহ বিভিন্ন রাইড রয়েছে।

ওয়েবসাইটে বলা আছে— ‘এ মাস্ট ভিজিট প্লেইস ফর টুরিস্টস ভিজিটিং আগরতলা’। অর্থাৎ রাজ্যে যদি কোনও পর্যটক আসেন, তাহলে এই পার্কটিতে অবশ্যই যেতে হবে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, এটাই বুঝি গত ২৫ বছরের সব কর্মকাণ্ডকে গত ৪ বছরে পেরিয়ে যাওয়ায়ও নমুনা? এখনও গিয়ের ওয়েবসাইটে এমন বহু ভুল তথ্য রয়েছে। রোজভ্যালি পার্ক আমতলি থেকে নির্মিষ্ক হয়ে গেছে, তাও প্রায় ৭-৮ বছর। শুধু তাই নয়, পার্কটিতে একটি ইটও খুঁজে পাওয়া যাবে না এখন। প্রশ্ন, যে সরকারের কাণ্ডারিরা দিনরাত ২৫ বছরের সবকিছুকে হেলায় উড়িয়ে দেন, উনাদের চোখ-কান কবে খুলবে? এভাবে শহরবাসী, রাজাবাসী, দেশ এবং পৃথিবী জুড়ে পর্যটকদের বোকা বানানোর খেলা কবে শেষ হবে?

সোশ্যাল অডিটে গোঁজামিল

● প্রথম পাতার পর সোশ্যাল অডিটের বাকি রয়েছে আর মাত্র ৯১টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটি। অপর দিকে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের পোর্টাল বরাছে ২৫ জানুয়ারি ২০২২ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরায় মাত্র ১৪৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কাউন্সিলে সোশ্যাল অডিট হওয়ার মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করছে। একইভাবে কেন্দ্রীয় তথ্য থেকে প্রকাশ ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত সোশ্যাল অডিটের পা ডেডনি মোট ১৫টি রকে। গ্রামোন্নয়ন দফতরের এক কর্তা জানিয়েছেন, রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করতে গিয়ে সোশ্যাল অডিট

ইউনিটের রাজ্য অধিকর্তা সুনীল দেববর্মী কার্যত রাজ্যের মুখ গুঁড়িয়েছেন। তিনি যে যথেষ্ট গোঁজামিলের তথ্য পরিবেশন করেছেন তা কেন্দ্রের দেওয়া তথ্য থেকেই স্পষ্ট। নইলে দুই সরকারের দুই রকম তথ্য কিভাবে পরিবেশিত হয়। এক্ষেত্রে রাজ্য সোশ্যাল অডিট ইউনিটের বিরুদ্ধে কেলেঙ্কারির অভিযোগও উঠছে। সুত্রটি বলছে, তাতে পারে। নইলে খোদ সোশ্যাল অডিটেই এমন মহা কেলেঙ্কারির ঘটনা ধামাচাপা পড়ে যেতে পারে।

এমন আজব তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। অবিলম্বে রাজ্য সোশ্যাল অডিট ইউনিটের কাজকর্ম পর্যালোচনা করার জন্য উচ্চ পর্যায়ের কমিশন গঠন করা প্রয়োজন বলেও সুত্রটির অভিমত। তাদের বক্তব্য, সোশ্যাল অডিট ইউনিটের অধিকর্তা সুনীল দেববর্মার বিরুদ্ধে ভিজিল্যান্স তদন্ত হলেই সামগ্রিক বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। নইলে খোদ সোশ্যাল অডিটেই এমন মহা কেলেঙ্কারির ঘটনা ধামাচাপা পড়ে যেতে পারে।

সুযোগ

● তিনের পাতার পর সমস্ত উত্তীর্ণদের নিয়োগ করার ক্ষেত্রে এও হচ্ছে শিক্ষা দফতর। বিদ্যাজ্যোতি-সহ সরাসরি শিক্ষা দফতরের মাধ্যমে বহু শিক্ষক নিয়োগের আভাসই পাওয়া গেলো। অন্যদিকে, বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে অন্যান্য পদেও নিয়োগ হবে। তবে গ্রুপ ডি, গ্রুপ সি নিয়োগের ক্ষেত্রে জেতারবিটর মাধ্যমে নিয়োগ হবে বলে খবর। বিদ্যাজ্যোতিতে ব্যাপক নিয়োগের খবর পাওয়া গেছে। ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই সময়ের মধ্যে আগরতলা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বেকার ইস্যুতে সকলেই সরব। রাজনৈতিকভাবে বিরোধীরা স্বকলবিটর দিকে আঙুল তুলে দাবি করছে, এ আমলে চাকরির দরজা বন্ধ। কার্যত শিক্ষা দফতরে যেন চাকরির মেলা চলছে!

অভিযোগ স্ত্রীর

● তিনের পাতার পর অভিযুক্তের বাড়িতে ছুটে যায়। কিন্তু পুলিশ যাওয়ার আগেই অভিযুক্ত বাড়ি থেকে সরে যায়। সেই অভিযুক্ত স্বামী বিভিন্ন অপরাধের সাথে যুক্ত বলে অভিযোগ তার স্ত্রীর। বিভিন্ন ঘটনার কারণে তার স্বামীকে টিএসআরের চাকরি হারাতে হয়েছিল। সূত্রে খবর, কোন একটি মামলায় সে প্রভুরামপুরেও রাত কাটিয়েছে। দাবি উঠছে, পুলিশ তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।

প্রতিবাদ পত্র

● প্রথম পাতার পর মনগড়া এবং বকউদ্দেশ্যে সত্যের অলংলপ মাত্র। এই সংবাদের মাধ্যমে আমাকে সামাজিকভাবে হেয়ে প্রতি পন্ন করে প্রয়োজনপ্রগোদিতভাবে আমার তিন দশকের অধিক সময়কালের সার্বজনীন জীবনকে কালিমালিপ্ত করার প্রচেষ্টা বলে মনে করি এবং সংবাদ পরিবেশনের আগে সত্যতা যাচাই করার জন্য আমার সাথে কোন আলোচনা করার প্রয়োজনবোধ করেন নাই। এই ধরণের মিথ্যা, মনগড়া ও জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে সংবাদ পরিবেশনের জন্য আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাই। দৈনিক প্রতিবাদী কলম’র সম্পাদক হিসেবে আপনার কাছ থেকে নিঃস্পর্ক ক্ষমা প্রার্থনা সহ আমার এই প্রতিবাদ পত্র সংবাদের প্রথম পাতায় উপযুক্ত স্থানে প্রকাশ করার প্রত্যাশা রইল। অন্যথায় উপযুক্ত আদালতে আইনের আশ্রয় নিতে ব্যধ্য হই। ইতি, অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা/ সভাপতি/বিজেপি,ত্রিপুরা প্রদেশ। “জাতির পতাকার অসমানন, নিয়ে খবর, লজ্জায় মাথা হেঁট করার বদলে উল্টো সুর চড়া’নো, তারপরেও তারা ‘রাষ্ট্রবাদী’! মুখে মুখে এই ‘রাষ্ট্রবাদী’ লোকেরাই আগে দেশ- পরে দল-তারপর-বাক্তি স্লোগান দেন, সর্বনাগরিককে ‘দেশদ্রোহী’ আখ্যা দিয়ে অন্য দেশে চলে যাওয়ার ফতোয়া জারি করেন। জাতীয় পতাকা-ই যাদের হাতে নিরাপদ নয়, সঠিক মর্যাদা পায় না, তারাই নাকি রাষ্ট্রবাদী!

নগরবাসী

● প্রথম পাতার পর স্থানীয় ব্যবসায়ীদের এবং নাগরিকদের প্রত্যাশা ছিলো এই জয়গাটিকে সৌন্দর্য্যের সান্নাধ্য সারব্রম শহরকে দৃষ্টিমন্দন করে তুলবে নগর পঞ্চায়েত। এ কাজে বিধায়ক সর্বোতভাবে সহযোগিতা করবেন। যাতে করে স্বাস্থ্য দফতর, পূর্ত দফতর এবং নগর পঞ্চায়েত হাতে হাতে রেখে এই সৌন্দর্য্যামনে ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু যেহেতু ২০১৫ সালে কয়েকশো নেতৃত্বাধীন নগর পঞ্চায়েত শহর সৌন্দর্য্যামনে পরিকল্পনা নিয়েছিলো সেহেতু বর্তমান নগর পঞ্চায়েত বলা ভালো বিধায়ক শংকর রায়ও সেই পরিকল্পনা বাস্তবানন না করে ইট, সিমেটের দেওয়াল নির্মাণেই বেশি উৎসাহী হয়েছে। আর এতেই সাধারণ মানুষ তাদের ক্ষোভ আর চপে রাখতে পারছেন না। তাদের বক্তব্য, এই স্থানটিতে দেওয়াল নির্মাণের চেয়ে মহাঝা গাক্দি, রবীন্দ্রনাথ কিংবা অন্যান্য যে কোনও মণীষীর মূর্তি স্থাপন করে ফুলের বাগান এলাকায় সাজিয়ে তোলা যায়। এতে শহরের সৌন্দর্য্য বাড়বে, দৃষ্টিমন্দন হবে গোটা এলাকা। কিন্তু সেই মানসিকতা দেখাতে পারছেন না নগর পঞ্চায়েত। উল্টো বিধায়ক শংকর রায়ের নির্দেশেই জয়গাটিকে ইট ও সিমেটের বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলা হচ্ছে। যাতে করে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে শহরবাসীর মধ্যে।

মেগা চাকরির সুযোগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি। শিক্ষা দফতরে মেগা চাকরির সুযোগ মিললেও সব পদ পূরণ হবে কিনা তা নিয়ে নতুন করে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। শিক্ষা দফতর সূত্রে খবর, বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পেও শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। টিআরবিটি’র মাধ্যমে পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। তাছাড়া টিআরবিটি’র টেট কিংবা অন্যান্য এসটিজিটি, এসটিপিজিটি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের উদ্যোগ শুরু হয়েছে। শিক্ষা দফতরের পাশাপাশি মহাকরণ সূত্রে জানা গেছে, আগামী মার্চ মাসের মধ্যে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করার তোড়জোড় শুরু হয়েছে। মহাকরণে বসে শিক্ষামন্ত্রী প্রায়শই বলে থাকেন উপযুক্ত চাকরির প্রার্থী পাওয়া যাচ্ছে না অনেক পদে। তার মধ্যে এসটিপিজিটি’র ক্ষেত্রে অনেক বিষয়ে প্রার্থী পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ যতটি পদের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে তাতে পর্যাপ্ত প্রার্থী পাওয়া যায়নি বলে খবর। মহাকরণ সূত্রে আরও জানা গেছে, টেট উন্নির্দদের যাবতীয় কাজপত্র

পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যখন তালিকা চূড়ান্ত হয়ে যাবে তখনই নিয়োগের উদ্যোগ শুরু হয়ে যাবে। শিক্ষা দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, এই বছরে টিআরবিটি পরীক্ষার

স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দ্বীীর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৮ জানুয়ারি। বিয়ে হয়েছিল ১১ সালে। ঘরে এক সন্তানও ছিল। কিন্তু গৃহবধূর ধরে স্বামীর অত্যাচারের অভিযোগে বাবার বাড়িতে বসবাস করছেন গৃহবধূ। তিনি অনেকবার স্বামীর বাড়িতে যাওয়ার চেষ্টা করলেও পারেনি। কিন্তু অভিস্রুত স্বামীর যে আগে থেকেই এক মহিলার সাথে সম্পর্ক আছে তা নিশ্চিত ছিল। শুক্রবার ওই গৃহবধূ তার শ্বশুর প্রয়াত হওয়ার খবর পেয়ে স্বামীর বাড়িতে ছুটে যান। কারণ তার শ্বশুর বিভিন্ন কারণে পুত্রবধূকে নিজের মেয়ের মত দেখতেন। তাই শ্বশুর প্রয়াত হওয়ার খবর পেয়ে গৃহবধূ তার স্বামীর বাড়িতে যান। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেই গৃহবধূকে স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে থানায় ছুটে যেতে হয়। যদিও রাতে পুলিশ ছুটে গেলেও অভিস্রুতকে বাড়ি তে পাওয়া যায়নি। জানা গেছে, বিশালগড় মহকুমার রতননগরের সেই অভিস্রুতের সাথে বিয়ে হয় বিশালগড়ের এক যুবতির। কিন্তু হঠাৎ সংসারে বামেলা শুরু হয়। শুক্রবার গৃহবধূ থানায় দাঁড়িয়ে স্বামীর বিরুদ্ধে সরাসরি পরকীয়ার অভিযোগ করেন। এমনকি তার শ্বশুর প্রয়াত হওয়ার খবর পেয়ে বাড়িতে ছুটে গিয়ে দেখেন তার স্বামীর গুহাও বন্টন। যারফলে তার মন আর স্বাভাবিক থাকার কথা নয়। তিনি দাঁড়িয়ে ডিংকার করে গ্রামের মানুষের কাছে ঘটনার বিচার চান। কিন্তু গ্রামের মানুষ কোন উত্তর না দেওয়ায় তিনি সোজা চলে যান বিশালগড় মহিলা থানায়। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ সাথে সাথেই

এরপর দুইয়ের পাতায়

ব্যতিক্রমী চরিত্রে মুখ্যমন্ত্রী



প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও পেশাদারিত্বমূলক উৎকর্ষ শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে রাজ্যে সৈনিক স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হচ্ছে। টিএসআর জওয়ানদের স্বার্থসংকল্পিত বিষয়ে আন্তরিক রাজ্য সরকার। আজ টিএসআর সপ্তম বাহিনীর হেড কোয়ার্টার-সহ আরও তিনটি বিভিন্ন কোম্পানি হেড কোয়ার্টার ও কোম্পানি প্ল্যাটুন পরিদর্শনের মাঝে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এদিন সপ্তম বাহিনীর হেড কোয়ার্টারে জওয়ানদের সাথে বসে মধ্যাহ্ন আহার গ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এর আগে কোনো

মুখ্যমন্ত্রী জওয়ানদের জন্য তৈরী খাবার ও তাদের সঙ্গে একসাথে খাবার খেয়েছেন কিনা, তা বলা দূস্বর। তার আগে, কর্তব্য পালনে যেসব বীর জওয়ানগণ আত্মোৎসর্গ করেছেন তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী। হেড কোয়ার্টারে আয়োজিত রক্তদান শিবিরও পরিদর্শন করেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী জম্পুইজলা টিএসআর সপ্তম বাহিনীর হেড কোয়ার্টার, টিএসআর সপ্তম বাহিনীর অড্ডগর্ত বেলবাড়ি এ-কোম্পানির হেড কোয়ার্টার, বুদ্ধি বাজার সি-কোম্পানির প্ল্যাটুন পোস্ট ও গমন বাজার এফ-কোম্পানির প্ল্যাটুন পোস্ট

পরিদর্শন করেন। বিভিন্ন বিভাগগুলি পরিদর্শনের পাশাপাশি সৈনিক সম্মেলনে জওয়ানদের সাথে মত বিনিময় করেন। পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রী টিএসআর ক্যাম্পগুলির বিভিন্ন বিভাগ, থাকার ব্যবস্থা, খাবারের গুণমান, স্যানিটেশন-সহ বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত হন। প্রয়োজনীয় বেশ কিছু বিষয়ে ব্যবস্থা থহণের জন্য আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। যেখানে একটা সময়ে ভারতমাতা কি জয় বললে সাম্প্রদায়িক-সহ বিভিন্ন অপবাদ শুনতে হতো, এদিন স্বর্গের ভারতমাতার জয়ধ্বনি দিলেন জওয়ানগণ। মুখ্যমন্ত্রী এদিন

এরপর দুইয়ের পাতায়

সৌন্দর্যায়ন নিয়ে সর্বদলীয় সভা

প্রেস রিলিজ, কৈলাসহর, ২৮ জানুয়ারি। শুক্রবার কৈলাসহর পুর কর্তৃপক্ষের কনফারেন্স হলে পুর এলাকার সৌন্দর্যায়ন ও ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ে এক সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়। সভায় পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন নীতীশ দে, মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট (ভারপ্রাপ্ত) সূর্যকুমার দেববর্মী, মহকুমা পুলিশ সুপার ড. চন্দন সাহা, পুর পরিষদের ডেপুটি চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার জয়ন্ত জমাতিয়া, বিজেপি, জাতীয় কংগ্রেস,

সিপিআই(এম), বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন ও মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, পুর এলাকায় যান চলাচলে আগামী ৩০ জানুয়ারি থেকে নতুন বিধিনিষেধ জারি হবে। এ বিষয়ে মাইকযোগে ব্যাপক প্রচার ও স্থানীয় টিভি চ্যানেলগুলিতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে। কো-অপারেটিভ ব্যান্ডের সামনে থেকে বিমার্জিত ফর্মেশন পর্যন্ত নো পার্কিং জোন করা হবে। টিআরটিসি স্ট্যান্ড ও পাইতুর বাজারে হবে অটো স্ট্যান্ড। পানিটোঁকি বাজারে

গাড়ি করে মাল উঠা-নামা করা যাবে রাত ৮টা থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত। শীঘ্রই এই বাজারে সবজি বিক্রির স্থান বদল করা হবে। পুর এলাকার এলাকার সকল স্ট্যাচুর সামনেও এই নিয়ম কার্যকরী হবে। শহরের দীঘিগুলির সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নের কাজ করা হবে।

স্বপ্ন দেখতে থাকুন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি। রাজ্যে এইমস হাসপাতাল অধরাই রয়েছে। ২০১৮ সালের বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে বিজেপির ভিশন ডকুমেন্টসে প্রতিশ্রুতি ছিল রাজ্যে এইমস হাসপাতাল চালু করা হবে। কিন্তু প্রতিশ্রুতি আর বাস্তব যে আসমান জমিন ফারাক আজ রাজ্যবাসী মাঝেই হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। এইমস-র ধাঁচে হাসপাতাল দুইরকম কথা উল্টো জেলা ও মহকুমা স্তরে হাসপাতালগুলোর অবস্থা আরও বেহাল হয়ে পড়েছে। রোগ নির্ণয়ের জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো পর্যন্ত নেই মহকুমা স্তরের হাসপাতালগুলোতে। প্রায় একই অবস্থায় রয়েছেন জেলাস্তরের হাসপাতাল গুলো। করোনাকালে চিকিৎসা পরিষেবার বেহাল, চিত্র আবার বেআক হয়ে পড়েছে। খোদ রাজধানীর জি বি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ২০১৮ সালে বামজন্টকে হটিয়ে বিজেপি ও আইপিএফটি জোট সরকার ক্ষমতায় আসে। জোট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথগ্রহণ করার কিছু দিনের মধ্যেই বিপ্লব কুমার দেব সপারিসদ ছুটে যান আর কে নগর। শিল্পনগরীতে খালি জমি আছে কি না তদ্বির করেন। তারপর দিনই ছুটে যান হাসপানিয়া হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজের চত্বরে। তখন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন সুদীপ রায় বর্মণ। প্রথমদিন স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে গুরুত্ব না দিলেও পরদিন হাসপানিয়া হাসপাতালে যেতে সুদীপ রায় বর্মণকে সাথে নিয়ে যান মুখ্যমন্ত্রী। তাদের পিছু পিছু ছুটে মিডিয়া। হাসপানিয়া হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজের চত্বরে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ঘোষণা করেন, রাজ্যে এইমস হাসপাতাল চালু করা হবে। কিন্তু সেদিনের ঘোষণা আজও ঘোষণাতেই রয়ে গেল। বাস্তবের মুখ আর দেখালা না। তখন কেন্দ্রে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা। স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসাবে সুদীপ রায় বর্মণ জে পি নাড্ডার সাথে মিলিত হয়ে রাজ্যে এইমস হাসপাতাল চালু করার দাবি জানান। কিন্তু আজ পর্যন্ত চালু হলো না। করে হবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। তারপর এবিষয়ে দিল্লিতে কোন তদ্বির করার লোকও নেই। ফলে শুরু না হওয়ার আগেই একটি সম্ভাবনার অপমৃত্যু ঘটে গেল। উল্লেখ্য, এমনিতেই রাজ্যে চিকিৎসা পরিষেবার বেহাল অবস্থা। প্রায় প্রতিদিন উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় রোগীরা রাজ্যের বহিরে চলে যায় চিকিৎসার জন্য। তার ফলে রাজ্যের অর্থও চলে যায় ডিন রাজ্যে। তার মধ্যে এমন কিছু রোগীও দেখা যায় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে ভিনরাজ্যে চিকিৎসার জন্য ছুটে যায়।

সরকারি কাজে গতি আনতে কঠোর বিধায়ক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ২৮ জানুয়ারি। বিভিন্ন সরকারি দফতরের আধিকারিক ও ঠিকাদারদের গাফিলতি এবং দীর্ঘসূত্রিতার জেরে ধমকে আছে বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কাজ। ফলে যথার্থ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে আমজনতা। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে কতিপয় স্বার্থাঙ্কেষী মানুষের অসহযোগিতায় স্তব্ধ হয়ে আছে কাজ। বিভিন্ন সমসায় আটকে থাকা সেইসব কাজগুলি জটিলতা দূর করে সেগুলো দ্রুত মানুষের পরিষেবা প্রদানের যোগ্য করে তুলতে এবার বেশ কড়া মেজাজ নিয়েই মাঠে নামলেন আমবাসার বিধায়ক পরিমল দেববর্মণ। শুক্রবার তিনি বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকদের নিয়ে আটকে থাকা সেইসব কাজগুলি দেখলেন

এবং বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় সেইসব কাজ সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট দফতর কর্তাদের সময়সীমা বেঁধে দিলেন। প্রথমেই গেলেন আমবাসা দশমীঘাটে কৃষি দফতরের তৈরি সবজি ও মাছ-মাংসের মার্কেট পরিদর্শনে। যা বেশ কয়েক মাস আগেই নির্মাণ শেষ হলেও দফতর কোন এক অবস্থায় রয়েছে পুর পরিষদের নিকট হস্তান্তর করছে না। এটি অতিসহ্বর হস্তান্তর এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে বন্টনের নির্দেশ দেন বিধায়ক। অনুরূপ দশমীঘাটেই গত এক বছর যাবৎ অর্থ সমাপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে একটি পাকা ড্রেন। এটিও এই অর্থ বর্ষে শেষ করার জন্য পূর্ত কর্তাদের নির্দেশ দেন তিনি। আমবাসা টাউন হলের পিছনে চান্দ্রাইছড়ার

তীরে বিগত বাম তামিলে প্রায় কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি করা হয়েছিল আপনকুঞ্জ বাজার। মূল সড়ক থেকে অন্তত দশফুট নিচে এই বাজার নির্মাণের স্থান নির্বাচন এবং পদ্ধতি কোনোটাই ঠিক ছিলো না। ফলে কোনও ব্যবসায়ী সেখানে নামতে রাজি নয়। ফলে দীর্ঘ প্রায় সাত বছর যাবৎ পরিত্যক্ত গ্রাম পঞ্চায়েত এবং কাছিমছড়া এডিসি ভিলেজে পূর্ত দফতরের অপীএমজিএসওয়াই বিভাগের দ্বিধা-পর্যবেক্ষণ করে দ্রুত এগুলির হাল ফেরানোর কড়া নির্দেশ দেন বিধায়ক। উনার মতে গাফিলতি, খামখেয়ালি আর টালবাহানা অনেক হয়েছে, আর নয়। আর কোনো অজুহাত একদিনের জন্যও বরাদ্দস্ত করা হবে না।

পর্যন্ত ব্যয় সাত কোটি ছাড়িয়ে গেছে। এই ক্ষেত্রেও গলদ স্থান নির্বাচনে। একপাশে ধলাই নদী অপর পাশে ছড়া। এই অবস্থায় কাজ অসমাপ্ত। এটিও যেকোন মূল্যে আগামী ছয় মাসের মধ্যে শেষ করার নিদান দিলেন বিধায়ক। পুর এলাকার এই নির্মাণ কাজগুলি ছাড়াও উত্তর নাইছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এবং কাছিমছড়া এডিসি ভিলেজে পূর্ত দফতরের অপীএমজিএসওয়াই বিভাগের দ্বিধা-পর্যবেক্ষণ করে দ্রুত এগুলির হাল ফেরানোর কড়া নির্দেশ দেন বিধায়ক। উনার মতে গাফিলতি, খামখেয়ালি আর টালবাহানা অনেক হয়েছে, আর নয়। আর কোনো অজুহাত একদিনের জন্যও বরাদ্দস্ত করা হবে না।

করোনাবিধি অমান্যে

প্রভাবশালীরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি। করোনাবির মুক্তা নিয়ে যখন রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর এখনও পর্যন্ত সফলতা দেখাতে পারছে না, এই সময়ে প্রশাসন চালানোর দায়িত্বে থাকা নেতারা ই প্রতিন্যিত ভেঙে চলেছেন করোনার নিয়মনীতি। ভিড় সঙ্গে নিয়ে শুক্রবার মহারাজগঞ্জ বাজার ঘুরে গেলেন মেয়র দীপক মজুমদার। এই দিন স্বাস্থ্য দফতরের হিসেবে আরও ৪জন করোনা সংক্রমিত মৃত্যুর কালে ঢালে পড়েছেন। গত কয়েকদিন ধরে এই সংখ্যাটা কিছুতেই নামাতে পারছে না রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর থেকে শুরু করে প্রশাসন। নতুন করে ৩১০জন করোনা সংক্রমিত শনাক্ত হয়েছেন শুক্রবার। প্রত্যেকদিন এই সংখ্যাটা লাফিয়ে বাড়ছে। যদিও এদিন সংক্রমণের হার নেমে দাঁড়িয়েছে ৬.১৭ শতাংশে। ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের মোট হিসেবে ১ লক্ষ হতে আর মাত্র ১৯৬জন বাকি। সম্ভবত শনিবারই ত্রিপুরা উত্তর-পূর্ব ভারতের চতুর্থ রাজ্য হিসেবে ১ লক্ষ আক্রান্ত অতিক্রম করে নিতে পারবে। উত্তর-পূর্ব ভারতে এখন পর্যন্ত ৭ লক্ষ ৮ হাজার আক্রান্ত শনাক্ত নিয়ে সবার উপরে আসাম। এরপর মিজোরাম এবং মণিপুরের স্থান। স্বাস্থ্য দফতর শুক্রবার মিডিয়া বুলেটিনে জানিয়েছে, ২৪ ঘণ্টায় ৫ হাজার ২৭ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৬১৮ জনের আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়। বাকিদের অ্যান্টিজেন টেস্ট হয়েছে। আরটিপিসিআর -এ ৩৩জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হন। বাকি ২৭৭ জন অ্যান্টিজেন টেস্টে পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন। এদিন করোনামুক্ত হয়েছেন আরও ৭৮৩জন। সবচেয়ে বেশি করোনা আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন পশ্চিম জেলায় ১০৬জন। রাজ্যে চিকিৎসারী অবস্থায় থাকা করোনা আক্রান্তের সংখ্যা নেমে দাঁড়িয়েছে ৬ হাজার ৬৩১ জনে। মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৮৬ জনে। এদিকে দেশে ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৬২৭জন সংক্রমিত রোগী। অন্যদিকে ভাড়া সরকার নাইট কারফিউ-সহ অন্যান্য নির্দেশিকাগুলি ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত জারি রয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ নিয়ে অনেকের আগ্রহ বাড়ছে। কারণ ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহেই সরস্বতী পুজোর রাজ্যের প্রায় প্রত্যেকটি স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা ঘাঁটা করে সরস্বতী পুজোর আয়োজন করে। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং বাড়িঘরেও সরস্বতী পুজোর আয়োজন হয়। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার নাইট কারফিউ-সহ অন্যান্য নির্দেশিকাগুলি আগামী সপ্তাহেও

এরপর দুইয়ের পাতায়

অন্য মেজাজে সুশাস্ত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। শুক্রবার লিচু বাগান সংলগ্ন ‘গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্ট এন্ড ক্রাফট’-এ যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দফতরের অধীন এন.এস.এস ইউনিটের উদ্যোগে একটি স্বেচ্ছায় মহতী রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে উক্ত রক্তদান শিবিরের শুভ উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দফতরের মন্ত্রী সুশাস্ত চৌধুরী। রক্তদান শিবিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া

অনেক অসাধ্যসাধন ঘটলেও কৃত্রিম উপায়ে রক্ত আবিষ্কার এখনও হয়নি। ফলে যে সমস্ত রোগীর কোনো কারণে অতিরিক্ত রক্তের প্রয়োজন হয়, তখন সেই রক্ত সুস্থ মানুষের শরীর থেকেই সংগ্রহ করতে হয়। এই জন্য রক্তদান একটি মহৎ দান বলে বিবেচ্য। বর্তমানে সরকারি রক্তভাণ্ডারে সংরক্ষিত রক্তের পরিমাণ চাহিদার তুলনায় অনেক কম মজুত আছে। বেসরকারিভাবে রক্ত কিনতে প্রচুর পয়সা লাগে। তাছাড়া রোগীজীব

উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হতে পারে রক্তদান। প্রতিবছর বহু মানুষ কেবলমাত্র রক্তের অভাবে মারা যায়। তাই আমাদের শরীরের অতি সামান্য পরিমাণ রক্তের বিনিময়ে যদি আমরা সেই সকল মানুষের জীবন রক্ষায় সক্ষম হই তাহলে তা হবে সভ্য মানব জীবনের পরম সার্থকতা। মন্ত্রী সুশাস্ত চৌধুরী রক্তদানকারী সকল রক্তদাতাদের উৎসাহ প্রদান করে তাদের এই সেবামূলক কাজ ও মানসিকতার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি



দফতরের মন্ত্রী সুশাস্ত চৌধুরী বলেন, কোনো মানুষের বিপদে তার পাশে দাঁড়ানো ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া একটি আদর্শ মানুষের পরিচয়। প্রতি মুহূর্তে একবিন্দু রক্তের জন্য জীবনযুদ্ধে পরাজিত হচ্ছে কতশত মানুষ, এটা কোনোভাবেই কাম্য নয়। স্বেচ্ছায় রক্তদান করার মধ্য দিয়ে আমরা এদের প্রাণ বাঁচাতে পারি। আমাদের স্বেচ্ছায় রক্তদানের বিনিময়ে একজন মুমূর্ষু মানুষের জীবন রক্ষা করা সবসময় সম্ভব হয়ে উঠেনা। তাই এক্ষেত্রে সম্ভবত সবচেয়ে

সংক্রমিত হওয়ার ভয় থাকে। সেই কারণে আমাদের সবাইকে উদ্যোগ নিয়ে নিয়মিতভাবে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করতে হবে। সভাতার পারস্পরিক নির্ভরশীলতার কত বামূলক কর্মসূচিগুলির মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে মহৎ এবং পবিত্র কাজটি হলো মানুষের জীবন বাঁচানো। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে আমাদের পক্ষে কোন মুমূর্ষু মানুষের জীবন রক্ষা করা সবসময় সম্ভব হয়ে উঠেনা। তাই এক্ষেত্রে সম্ভবত সবচেয়ে

আজকের এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত রক্তদানকারী সকল রক্তদাতাদের সুস্বাস্থ্য ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন। আজকের এই মহতী রক্তদান শিবিরে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উচ্চািক্ষা দফতরের অধিকর্তা এন.সি.শর্মা, আর্ট এন্ড ক্রাফট কলেজের অধ্যক্ষ অভিজিৎ ভট্টাচার্য, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দফতরের অধীন ত্রিপুরা এন.এস.এস ইউনিটের স্টেট অফিসার ডক্টর ত্রিজিৎ ভৌমিক সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

নয়া রূপ ‘নিওকোভ’! তিনজনে একজনের মৃত্যু

বেজিং, ২৮ জানুয়ারি।। ডেলটাক্রন, ওমিক্রন এখন অতীত। সন্ধান মিলেছে কোভিডের নয়া রূপের! এমনই দাবি করছেন চিনের এক দল বিশেষজ্ঞ। (যে রূপের নাম ‘নিওকোভ’) উহানের এই চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের দাবি, শ্বাসযন্ত্রকে প্রভাবিত করতে পারে সদ্য আবিষ্কার হওয়া এই মার্ক-করোনা ভাইরাস। শুধু কি তাই? চিনা বিশেষজ্ঞদের দাবি, এই রূপের মারণক্ষমতাও তুলনামূলকভাবে বেশি। প্রতি তিন সংক্রমিতের এক জনের মৃত্যু হতে পারে ‘নিওকোভ’-এ। উহানের একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে এই সংক্রান্ত গবেষণাপত্র। সেখানে বিশেষজ্ঞরা দাবি করছেন, বাজার চলাতি কোনও করোনা টিকাই ‘নিওকোভ’-এর ক্ষেত্রে কার্যকর হবে না। যদিও এই ভাইরাস নিয়ে আরও বিস্তারিত গবেষণা প্রয়োজন বলে জানাচ্ছেন তাঁরা। তবে ‘নিওকোভ’-এর মতো রূপের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল ২০১৩ এবং ২০১৫ সালে। কোভিড-১৯-এর সঙ্গে অনেক জায়গাতেই মিল নিও-কোভের। প্রথম এই ধরনের রূপের সন্ধান মেলে দক্ষিণ আফ্রিকা। মূলত বাদুড়ের শরীরে পাওয়া যায় ‘নিওকোভ’। এ নিয়ে গত বৃহস্পতিবারই রাশিয়ার ‘ভেন্টুর রাশিয়ান স্টেট রিসার্চ সেন্টার অব ভাইরোলজি অ্যান্ড বায়ো-টেকনোলজি’ একটি বিবৃতি দেয়। সেখানে বলা হচ্ছে, চিনা বিশেষজ্ঞরা যে নয়া রূপ নিয়ে সাবধান করছেন তা নিয়ে এখনই চিন্তার কিছু নেই। মানব শরীর এই রূপটিতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা খুবই ক্ষীণ। আপাতত ওমিক্রন নিয়ে সারা বিশ্বে ত্রস্ত। তীর সংক্রমণ ক্ষমতার জন্য এই রূপ নিয়ে আলাদা ভাবে চিন্তিত বিশেষজ্ঞরা। তবে আশার কথা, ওমিক্রনের মারণক্ষমতা অনেক কম।

আদালতের স্থগিতাদেশ উপেক্ষা করে ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ নোটিশ

করে ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ নোটিশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। উচ্ছেদ অভিযানে নেমে উচ্চ আদালতের রায়ও মানতে নারাজ আগরতলা পুরনিগম কর্তৃ পক্ষ। উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশের মধ্যেই বটতলায় জহর সেতুর নিচে বাঁশ ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদের নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ৫ দিনের মধ্যেই দোকানপাট গুটিয়ে চলে যেতে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে বাঁশ ব্যবসায়ীদের। এই নির্দেশিকাটি আদালত অবমাননার শাসনি বলে মন্তব্য করেছেন আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মণ। তিনি জানান, বাঁশ ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদের জন্য গত বছর এক দফায় নোটিশ দিয়েছিল আগরতলা পুরনিগম। ৩১ মার্চের মধ্যেই তাদের উচ্ছেদ হতে বলা হয়েছিল। বিকল্প হিসাবে বামোষা মার্কেট ১০ কিলোমিটার দূরে ডুকলির শিশু এলাকায় দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাঁশ ব্যবসায়ীরা এই নির্দেশিকা মানতে নারাজ। তাদের বিবক্তব্য, ৫০ থেকে ৬০ বছর ধরেই হাওড়ার জহর সেতুর পাশে তারা ব্যবসা করছেন। এই ব্যবসা দিয়েই তাদের পরিবার চলে। আশপাশে কোথাও বিকল্প জায়গা দিতে হবে। পুরনিগম তাদের দাবি না মানলে উচ্চ আদালতে একটি রিট পিটিশন



করা হয়। গত বছর ২৭ সেপ্টেম্বর প্রধান বিচারপতি অখিল কুরেশি এবং বিচার পতি এসজি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেক্ষে মামলাটি শুনার জন্য উঠেছিল। উচ্চ আদালত পরবর্তী নির্দেশিকা পর্যন্ত উচ্ছেদের উপর স্থগিতাদেশ জারি করে। অর্থাৎ নির্দেশিকা বলা হয়, বাঁশ ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করার মতো কোনও ব্যবস্থা এই সময়ে নিতে পারবে না। আগরতলা পুরনিগম। কিন্তু উচ্চ আদালতে বিচার্যাধীন মামলায় বাঁশ ব্যবসায়ীদের নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই নোটিশের বিরুদ্ধে

শুক্রবার উচ্চ আদালতের নির্দেশিকা-সহ আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে আগরতলা পুরনিগমের দক্ষিণাঞ্চলের সহকারী মিউনিসিপাল কমিশনারের কাছে। এই নির্দেশিকা বলা হয়েছে, উচ্চ আদালতে স্থগিতাদেশের মধ্যে উচ্ছেদ করা যায় না। এটি আইনের বিরুদ্ধে কাজ। ৮জন বাঁশ ব্যবসায়ী মিলে আগরতলা পুরনিগমের কাছে এই চিঠি দিয়েছেন। তাদের মধ্যে বাঁশ ব্যবসায়ী সোহেল হোসেন জানান, আমরা মামলা করেছিলাম উচ্ছেদ নোটিশের বিরুদ্ধে। কিন্তু আমাদের মামলার

এখনও পর্যন্ত রায় বের হওয়ার আগেই উচ্ছেদ করতে নোটিশ দিয়েছেন দক্ষিণ জোনালের সহকারী মিউনিসিপাল কমিশনার। এই ঘটনায় আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মণের বক্তব্য, পুরনিগম স্মার্ট সিটির নামে হকারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। স্মার্টসিটির নামে এভাবে হকারদের উচ্ছেদ করতে বুলডোজার চালানো যায় না। নগরজীবনের স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রেখে হকারদের বিকল্প ব্যবস্থা করা যায়। হকারদের উচ্ছেদের জন্য যুদ্ধের অঙ্গ হিসাবেই পুরনিগমের নোটিশ বাঁশ ব্যবসায়ীদের বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

উচ্ছেদে বাড়ে অর্থনৈতিক সমস্যা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। আগরতলাকে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলার বার্তা দিয়ে মেয়র দীপক মজুমদার, কমিশনার শৈলেশ কুমার যাদব নগর পরিক্রমা জারি রেখেছেন। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে মানুষের সাথে কথা বলছেন তারা। তার মধ্যে অন্যতম বিষয় হলো উচ্ছেদ। আগরতলা পুরনিগমের মেয়র এবং কমিশনার এই উচ্ছেদ ভাবনায় মহারাঞ্জগঞ্জ বাজারে যান এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে কথা বলেন। বাজারের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে গলিপথে ‘জরার দখল ইস্যুতে তারা স্পষ্ট বার্তা দিয়ে এসেছেন যে, সেখান থেকে তারা সরে না গেলে তাহলে পুরনিগমের টাক্স ফোর্স অভিযান চালাবে। করোনায় পরিস্থিতিতে এই ধরনের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের এমনিতেই অবস্থা ‘শোচনীয়’ তার সাথে বাড়ছে অর্থনৈতিক সমস্যাও। কারণ এভাবে পথের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করার ফলে তারা যেটুকু সহায় সম্ভব অবলম্বন করে জীবন-জীবিকা পালন করতে সম্ভব হচ্ছেন, সেখানে মহাবিপদে পড়বেন তারা। তাই তাদের তরফে যা কিছু বক্তব্য মেয়রের কাছে বলার আছে থাকলেও মেয়রের বাহ্যমান ভাবগম্ভির ভাব দেখে অনেকেই কথা বলার সাহস দেখাতে পারেননি। নিম্নকো দাবি করছে, মেয়র পাশ্টে গেছে। শুধু এমজি বাজারেই নয়, শহরের অন্যান্য জায়গাতেও উচ্ছেদ অভিযান জারি রেখেছে আগরতলা পুরনিগম। বটতলা বাঁশ বাজারের পাশে যে অটো স্ট্যান্ড রয়েছে সেই অটো স্ট্যান্ড থেকেও অটো সরিয়ে নেওয়ার জন্য উদ্যোগ শুরু হয়েছে। মেয়র সেখানেও



গেছেন তাদের সকলের সাথে কথা বলেছেন। অটো চালকদের স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন নাগেরজলার ভেতর চলে যান। কারণ বর্তমান সময়ে বাঁশ বাজার কেন্দ্রিক নতুন প্রকল্পের তাহলে এই সময়ের মধ্যে তাদের উদ্যোগ নিয়েছে পুরনিগম। বাঁশ বাজার পাশের অটো স্ট্যান্ডকে সরিয়ে নেওয়ার বিষয়টি নিয়ে অটো চালকরা তাদের ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন। বলেছেন, তারা যদি নাগেরজলার ভেতর চলে যায় তাহলে এটি সময়ে মধ্যে তাদের অর্থনৈতিকভাবে সমস্যা দেখা দেবে। কারণ হিসাবে তারা বলেছেন, সাধারণ মানুষ যারা যাত্রী তারা কোণ্ডাভায়েই নাগেরজলার ভেতর যাবেন। এমনিতেই করোনায় পরিস্থিতিতে অটো চালকদের ভীষণ সমস্যা হচ্ছে। তারা যদি সেখানে যায় তাহলে রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় অন্যান্য গাড়ি দাঁড় করিয়ে যাত্রী উঠানামা করাবে। এর আগেও তারা ভেতরে গিয়ে যাত্রী তোলার চেষ্টা করেছে। কিন্তু বটতলা চক্কর থেকে নাগেরজলার ট্রাফিক পয়েন্ট পর্যন্ত বহু গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে। তাতে করে শহর দক্ষিণাঞ্চলের মূল সড়কের

পাশে যাদের বাড়ি বা যাওয়াত তারা যেকোনও গাড়িতে উঠে পড়বে। নাগেরজলার ভেতরে গিয়ে অটোতে উঠার আগ্রহ দেখাবে না। আর শহরের বিভিন্ন জায়গায় রিকসা চালকদের সীমাহীন ভাড়া আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। যারা নাগেরজলার ভেতরে রিকসা নিয়ে যায় তাদের ভাড়া ২০ থেকে ৩০ টাকা। এক্ষেত্রে শহর দক্ষিণাঞ্চলের ডুগগেট থেকে আসা কোনও ব্যক্তি যিনি শহরের উপর কাজ করেন দিন হাজারি, তাকে রিকসা এবং অটো ভাড়া-সহ আসা-যাওয়ার সময় ভাড়া হিসাবে মিটিয়ে দিতে হবে প্রায় ১০০ টাকা। দিন হাজারি একজন কর্মীর পক্ষে প্রতিদিনের আয়ের ৫০ শতাংশ পরিবহণে খরচ হয়ে যায়। এতে অটো চালকরা যদি মূল সড়কের পাশে থাকে তাহলে যে কেউ যাওয়াতে করতে পারে। তাতে নির্ধারিত ১০ থেকে ১৫ টাকাই ভাড়া দিতে হবে। নাগেরজলার ভেতরে গিয়ে খেউ অটোতে উঠতে গেলে তাকে রিকসা ভাড়া হিসাবে ২০ থেকে ৩০ টাকা

অতিরিক্ত দিতে হবে। এনিয়ে অটো চালকরা তাদের ক্ষোভের কথা জানিয়ে বলেছেন, নাগেরজলার ভেতরে চলে গেলে অর্থনৈতিকভাবে তারা দারুণ সমস্যার সম্মুখীন হবেন। আগরতলা পুরনিগমের মেয়র বাস্তবিক এই বিষয়গুলো নিয়ে ভাবেন না বলে অভিযোগ উঠেছে। সাধারণ গরিব মানুষের ‘পেটের লাখি’ দিয়ে উন্নয়নের কথা বলছেন বলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাধারণ অটো চালকরা মেয়রকে উদ্দেশ্য করে এমন কথা বলতে শুরু করেছে। কমিশনার-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সকলের কথা শুনলেও মেয়র কারোর কথাই শুনছেন না বলে অভিযোগ। গত কয়েকদিন ধরে গরিব ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদের লড়াই শুরু হলোও যারা বহু বছর ধরে সরকারি জায়গা দখল করে আছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না মেয়র। অভিযোগ মেয়র তাদের ভয় পান। তারা শহরের খাস জায়গা দখল করে বড় বড় ভবন তুলেছে সেখানে যান না মেয়র সাহেব।

কর্মচারীর দুর্ব্যবহার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। শিক্ষা ভবনে এক গ্রুপ ডি কর্মচারীর বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তুলে এবার উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তার কাছে লিখিতভাবে নালিশ জানালো মহাবিদ্যালয় শিক্ষা কর্মী রাজা কমিটি। সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি তার অভিযোগপত্র বলেছেন, উচ্চ শিক্ষা দফতরের কিছু কর্মচারী রাজার দুরদুরাস্ত থেকে আসা চিঠি-ননচিঠি-স্টাম্পের সাথে খারাপ ব্যবহার করে। বিশেষ করে রিসিভ সেকশনের গ্রুপ ডি কর্মচারী সবার সাথে দুর্ব্যবহার করে বলে এই সংগঠনের নেতারা অভিযোগ করেন। এই অভিযোগ করে সরাসরি উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তার কাছে দাবি সমদ পেশ করে এর একটা বিবিত করার দাবি পুলিশের একাধিক লোভী, অবিশ্বস্ত এবং অপেশাদারী কার্যকলাপ যেভাবে পুলিশ দায়বদ্ধতা কমিশনের রাতারাে ধরা পড়েছে তা সনিক্তারে রাজবাসীর সম্মুখে তুলে ধরায় প্রতিবাদী কলম পত্রিকার নিভীক সম্পাদক মহোদয়কে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন অসংখ্য পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীগণ। পানিসাগর থানার সংশ্লিষ্ট মামলার বাদীপক্ষ যাদের করে গৃহনির্মাণের কাজ শুরু করলে ভূমির বৈধ মালিক মহিমাবাবু ও তার ছেলেরা বাধা দেয় এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলে। তখন শাসকদল মদতপুষ্ট দুর্ভুক্তি রজনীকান্ত একটি কোদাল দিয়ে মহিমাবাবুর পিঠে সজোরে আঘাত করলে সে বীভৎসাকারে জখমপ্রাপ্ত হয় এবং মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। মহিমাবাবুর রক্তে ঘটনাস্থল রাজা হয়ে উঠে। সঙ্গে সঙ্গে মহিমাবাবুকে নিয়ে তার স্ত্রী রীনা সিনহা দামছড়া থানায় সদা বদলি হওয়া ওসি অমল দেববর্ম। তাই কার্যবিলম্ব না করে মহিমাবাবু আজই উত্তর জেলার নবাগত পুলিশ হাসপাতালে ভর্তি করান। জেরস্ব করে ব্যাপক সংখ্যক মানুষের মধ্যে বিতরণের খবর পাওয়া গেছে। এতিকে উপরোক্ত খবরে উদ্ভুদ্ধ হয়ে পানিসাগর মহকুমা দামছড়া থানার পশ্চিম দামছড়া ভিলেজের পশ্চিম নরেন্দ্রনগরের বাসিন্দা মহিমাবাবু সিনহা দামছড়া থানার ওসি অমল দেববর্ম ও একজন সাব ইনসপেকটরের

প্রতিবাদী কলম’র খবরের জের ওসি’র বিরুদ্ধে এসপিকে নালিশ

বিরুদ্ধে মামলা লঘু করে দুর্ভুক্তিদের পার পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ এনে উত্তর জেলার নবাগত পুলিশ সুপার কিরণ কুমার (আইপিএস) বরাবর লিখিত নালিশ জমা করেছেন বলে জানা গেছে। উচ্চ অভিযোগপত্রের একটি জেরস্ব কপি প্রতিবাদী কলম’র দফতরেও জমা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, গত ৩/১/২০২২ ইং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সুবিধাভোগী রজনীকান্ত সিনহা ও তার শাগরেদ রাজু দাস জ্যোত জমির মালিক মহিমাবাবু সিনহার ভূমি জবরদখল করে গৃহনির্মাণের কাজ শুরু করলে ভূমির বৈধ মালিক মহিমাবাবু ও তার ছেলেরা বাধা দেয় এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলে। তখন শাসকদল মদতপুষ্ট দুর্ভুক্তি রজনীকান্ত একটি কোদাল দিয়ে মহিমাবাবুর পিঠে সজোরে আঘাত করলে সে বীভৎসাকারে জখমপ্রাপ্ত হয় এবং মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। মহিমাবাবুর রক্তে ঘটনাস্থল রাজা হয়ে উঠে। সঙ্গে সঙ্গে মহিমাবাবুকে নিয়ে তার স্ত্রী রীনা সিনহা দামছড়া থানায় সদা বদলি হওয়া ওসি অমল দেববর্ম। তাই কার্যবিলম্ব না করে মহিমাবাবু আজই উত্তর জেলার নবাগত পুলিশ হাসপাতালে ভর্তি করান। জেরস্ব করে ব্যাপক সংখ্যক মানুষের মধ্যে বিতরণের খবর পাওয়া গেছে। এতিকে উপরোক্ত খবরে উদ্ভুদ্ধ হয়ে পানিসাগর মহকুমা দামছড়া থানার পশ্চিম দামছড়া ভিলেজের পশ্চিম নরেন্দ্রনগরের বাসিন্দা মহিমাবাবু সিনহা দামছড়া থানার ওসি অমল দেববর্ম ও একজন সাব ইনসপেকটরের

এফআইআর জমা করেন কিন্তু থানা কর্তৃপক্ষ অভিযোগের কোনও রিসিভ দেন নাই। বাদীপক্ষের পীড়া পীড়িতে অবশেষে এফআইআরের জেরস্ব কপিতে একটি ‘আর’ লিখে নিজে থানার সিলমোহর দিয়ে দেন এসআই নিরঞ্জন সাহা। অসুস্থ মহিমাবাবু বুঝতে পারে থানার বড়বাবু অমল দেববর্ম তাকে প্রতারণা করছে। পরে মহিমাবাবু জানতে পারে ১০/০১/২০২২ ইং দামছড়া থানা রজনীকান্ত ও রাজুর বিরুদ্ধে ১০৭ ধারায় একটি মামলা নিয়েছে। তার মানে দাঁড়াচ্ছে, মহিমাবাবুর মামলাকে লঘু করে দুর্ভুক্তিদের পার পাইয়ে দিচ্ছে দামছড়া থানা। তখন এফআইআরের কপি নিয়ে মহিমাবাবু একজন আইনজীবীর সাথে পরামর্শ করলে জানতে পারে তার মামলায় ৩৪১/৩০৭/ ৩২৬/ ১০৭/৩৪ প্রভৃতি দণ্ডবিধির ধারা যুক্ত করা আবশ্যিক ছিলো। পানিসাগর থানার সেই ৪৬/২০২০ মামলার মতোই মহিমাবাবুর দায়ের করা মামলার পরিণতি করেছে দামছড়া থানার সদা বদলি হওয়া ওসি অমল দেববর্ম। তাই কার্যবিলম্ব না করে মহিমাবাবু আজই উত্তর জেলার নবাগত পুলিশ হাসপাতালে ভর্তি করান। জেরস্ব করে ব্যাপক সংখ্যক মানুষের মধ্যে বিতরণের খবর পাওয়া গেছে। এতিকে উপরোক্ত খবরে উদ্ভুদ্ধ হয়ে পানিসাগর মহকুমা দামছড়া থানার পশ্চিম দামছড়া ভিলেজের পশ্চিম নরেন্দ্রনগরের বাসিন্দা মহিমাবাবু সিনহা দামছড়া থানার ওসি অমল দেববর্ম ও একজন সাব ইনসপেকটরের

এফআইআর জমা করেন কিন্তু থানা কর্তৃপক্ষ অভিযোগের কোনও রিসিভ দেন নাই। বাদীপক্ষের পীড়া পীড়িতে অবশেষে এফআইআরের জেরস্ব কপিতে একটি ‘আর’ লিখে নিজে থানার সিলমোহর দিয়ে দেন এসআই নিরঞ্জন সাহা। অসুস্থ মহিমাবাবু বুঝতে পারে থানার বড়বাবু অমল দেববর্ম তাকে প্রতারণা করছে। পরে মহিমাবাবু জানতে পারে ১০/০১/২০২২ ইং দামছড়া থানা রজনীকান্ত ও রাজুর বিরুদ্ধে ১০৭ ধারায় একটি মামলা নিয়েছে। তার মানে দাঁড়াচ্ছে, মহিমাবাবুর মামলাকে লঘু করে দুর্ভুক্তিদের পার পাইয়ে দিচ্ছে দামছড়া থানা। তখন এফআইআরের কপি নিয়ে মহিমাবাবু একজন আইনজীবীর সাথে পরামর্শ করলে জানতে পারে তার মামলায় ৩৪১/৩০৭/ ৩২৬/ ১০৭/৩৪ প্রভৃতি দণ্ডবিধির ধারা যুক্ত করা আবশ্যিক ছিলো। পানিসাগর থানার সেই ৪৬/২০২০ মামলার মতোই মহিমাবাবুর দায়ের করা মামলার পরিণতি করেছে দামছড়া থানার সদা বদলি হওয়া ওসি অমল দেববর্ম। তাই কার্যবিলম্ব না করে মহিমাবাবু আজই উত্তর জেলার নবাগত পুলিশ হাসপাতালে ভর্তি করান। জেরস্ব করে ব্যাপক সংখ্যক মানুষের মধ্যে বিতরণের খবর পাওয়া গেছে। এতিকে উপরোক্ত খবরে উদ্ভুদ্ধ হয়ে পানিসাগর মহকুমা দামছড়া থানার পশ্চিম দামছড়া ভিলেজের পশ্চিম নরেন্দ্রনগরের বাসিন্দা মহিমাবাবু সিনহা দামছড়া থানার ওসি অমল দেববর্ম ও একজন সাব ইনসপেকটরের

বিজেপির আমলে বঞ্চনা!



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকারের আমলে ভালো নেই ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের অন্তর্গত মহাবিদ্যালয় শিক্ষাকর্মীরাও মহাবিদ্যালয় শিক্ষাকর্মী রাজ্য কমিটির তরফে এক প্রতিনিধি দল উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তার সাথে দেখা করে তারা তাদের দাবি সমদ পেশ করেছে। ১২ দফা দাবির মধ্যে বঞ্চনার ছইই ফুটে উঠেছে। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে, অন্য দফতরের মতো উচ্চ শিক্ষা দফতরেও সচিব সময়ে প্রমোশন দেওয়া, প্রমোশন দেরি হওয়ার কারণ জানানো, প্রমোশন দেরি হওয়ার কারণে যারা অবসরে গেছেন তাদেরকে আর্থিক বেনিফিট দেওয়া, যারা ফিজড পে-তে আছে তাদের চাকরির ৫ বছর পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে প্রমোশন দেওয়া, ক্যাজুয়েল পদে যারা আছে তাদেরকে অর্থ দফতরের অনুমোদন সাপেক্ষে নিয়মিত করা, আনলিভ প্রদান করা, যারা চাকরি অবস্থায় মারা গেছেন তাদের পরিবারের একজনকে ভাই-ইন হারনেসে চাকরি প্রদান, যেসব কর্মচারীরা কলেজের ল্যাবে কাজ করছে তাদেরকে রিস্ক অ্যালোউন্স প্রদান করা, বিভিন্ন কলেজে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, ক্যাটিনের সুবন্দোবস্ত করা ইত্যাদি। এসব দাবিতে এদিন ভারপ্রাপ্ত সভাপতির নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল দেখা করেন উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তার সাথে। উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তার কাছে তাদের এই দাবি সনদ পেশ করেছেন। সেখানে বঞ্চনার চিহ্নেই ফুটে উঠলো। বর্তমান সরকারের আমলে তারাও হতশ, প্রকাশ পেলো দাবি সনদে।

১০৩২৩’র পাশে শিক্ষক সংগঠন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকদের পাশে আবারও দাঁড়ানোর বার্তা দিলেন বামপন্থী শিক্ষক সংগঠনগুলি। বৃহস্পতিবার ১০৩২৩ শিক্ষকদের কালো দিবস কর্মসূচিতে পুলিশি হেনস্থার ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়ে দুটি আলাদা বিবৃতি দিয়েছে বামপন্থী শিক্ষক সংগঠনগুলি। শুক্রবার ত্রিপুরা সরকার শিক্ষক সমিতি (এইচবি রোড) পুলিশের হেনস্থার ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে। একইভাবে নিন্দা জানিয়েছে ত্রিপুরা বেসরকারি শিক্ষক সমিতিও। দুটি সংগঠনের দাবি, ১০৩২৩’র যৌথ মঞ্চের ডাকে আগরতলা সিটি সেন্টারের সামনে ২ দিন ধরে চলা লাগাতার গণধর্না মঞ্চ বিজেপি জোট সরকারের প্রশাসন ন্যাকারজনকভাবে আক্রমণ করে ভেঙে দিয়েছিল। এই আক্রমণের প্রতিবাদেই বৃহস্পতিবার কালো দিবস পালনের ডাক দিয়েছিল কর্মচ্যুত শিক্ষকরা। সিটি সেন্টার এবং কৈলাসহরে চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা কালো দিবস পালনে রাস্তায় নেমেছিলেন। কিন্তু তাদের উপর পুলিশি জুলুম নামিয়ে আনা হয়। রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ এবং কথা বলার স্বাধীনতা কমে গেছে। বামপন্থী দুটি শিক্ষক সংগঠনই রাজ্য সরকারের কাছে ১০৩২৩ শিক্ষকদের পরিবারের জন্য মানবিক হতে অনুরোধ করা হয়েছে। তবে বহুদিন পর বামপন্থী শিক্ষক সংগঠনগুলি ১০৩২৩ শিক্ষকদের জন্য পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিলেন।

ক্রমিক সংখ্যা — ৪১৯

6	4	8	5						
5	1	9	4						
		6	2	3		1	5		
	4	3		9					
		8		3			9		
	1	5	2		6	3		8	
				4	8	9	1		2
1			3	6		8	5	4	
4	2	7	1	5			6	3	

আসছেন মনোজ ভট্টাচার্য

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। রাজ্য সফরে আসছেন বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মনোজ ভট্টাচার্য। প্রাক্তন সাংসদ মনোজ ভট্টাচার্যের এই রাজ্য সফরে দলীয় নানা কর্মসূচি থাকবে বলে জানা গেছে। দু দিনের সফরে শনিবারই তিনি রাজ্যে আসছেন। বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের তরফে এই সংবাদ জানিয়ে বলা হয়েছে, সাংগঠনিক কাজেই যোগ দিতে তার এই রাজ্য সফর। উল্লেখ্য, এই সময়ের মধ্যে মনোজ ভট্টাচার্যের রাজ্য সফর যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

আজ রাতের ওষুধের দোকান
সাহা মেডিসিন
৯৪৮৫০৩২০৮৪

আজকের দিনটি কেমন যাবে

মেঘ : সপ্তাহের শেষ দিনটি এই রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য শুভ। শরীর স্বাস্থ্য ভালো যাবে। মানসিক অবসাদের ক্ষেত্রেই উদ্ভাতি দেখা যায়। কর্মস্থলে কোনরকমের বাস্তবায়ন সম্ভাবনা নেই। সাফল্যের পথে কোন বাধা থাকবে না। আর্থিকভাবে শুভ। তবে শ্রম পক্ষ একটু অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইবে। গৃহ পরিবেশে শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে।
বৃষ : এই রাশির জাতক-জাতিকাদের শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে শুভাশুভ মিশ্র ভাব লক্ষ্য করা যায়। মানসিক উত্তেজ থাকবে। কর্মের ব্যাপারে কিছু না কিছু বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হবার সম্ভাবনা আছে। দিনটিতে আর্থিক ভাব ও অশুভ ফল নির্দেশ করছে। শত্রুতা বৃদ্ধি পাবে। সচেষ্ট হলে গৃহ পরিবেশে শান্তি থাকবে।
মিথুন : দিনটিতে বিশেষ শুভ নয়। হতাশায় না ভোগে মন মানসিকতা দিয়ে অশুভত্বকে জয় করতে হবে। অযথা ভুল বোঝাবুঝি। গুপ্ত শত্রু হতে সাবধান। গুরুজনের স্বাস্থ্য চিন্তা। প্রেম-প্রীতিতে গৃহগত সমস্যা দেখা যাবে।
কর্কট : দিনটিতে পেটের সমস্যা বিচলিত করতে পারে। পারিবারিক ক্ষেত্রে অশান্তির সম্ভাবনা। প্রেমের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে। কর্মোদ্যোগে অর্থ বিনিয়োগ করলে লাভবান হবেন। পেশাজীবীদের ক্ষেত্রে সময়টান অনুকূল চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রেও শুভ।
সিংহ : দিনটিতে শুভ দিক নির্দেশ চিন্তা কেটে যাবে। পারিবারিক পরিবেশে ক্রমে অনুকূলে দিকে চলে আসবে। বন্ধুদের সঙ্গে মিশে আনন্দ লাভ করবেন। আয় বেশি হলেও ব্যয়ের আধিক্য রয়েছে। কর্ম পরিবেশে বিঘ্নিত হবে না।
কন্যা: শরীর কষ্ট দেবে। দাম্পত্য জীবনে সুখের

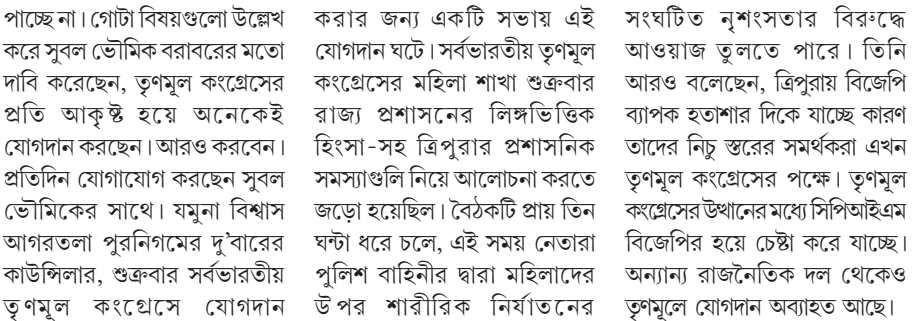
খোজ : কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের থেকে সাবধান। ব্যবসায়ীদের দিনটি ভালো যাবে। আয় মদ হবে না।
তুলা : শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে মিশ্র ফল লক্ষ্য করা যায়। তবে চিত্তের প্রশমতা বজায় থাকবে। কর্মস্থলে শান্তি থাকবে। আর্থিক দিক অশুভ ফল নির্দেশ করছে এই দিনটিতে। শত্রুর মাথা তুলতে পারবে না। গৃহ পরিবেশে অনুকূল থাকবে।
বৃশ্চিক : স্বাস্থ্য খুব একটা ভাল যাবে না। মানসিক উত্তেজ দেখা দিতে পারে। কর্মস্থলে নানান বাস্তবায়ন সম্মুখীন হতে হবে। তবে সব কিছুই সমাধান সূত্র ও আপনার হাতেই থাকবে। শত্রুরা অশান্তি সৃষ্টি করবে। শত্রু জয়ী আশুপনি হবেন। আয় ভাব শুভ। ব্যবসায়েরও শুভ।
ধনু : শরীর স্বাস্থ্য মিশ্র চলবে। দিনটিতে মানসিক অবসাদ দেখা দিতে পারে। কর্মে মধ্যম প্রকার ফল নির্দেশ করছে। আর্থিক ক্ষেত্রে মিশ্র ফল পরিলক্ষিত হয়। শত্রুরা মাথা তুলতে পারবে না।
মকর : স্বাস্থ্য সম্মুখীন ফল মোটামুটি সন্তোষজনক। তবে মানসিক উত্তেজ দেখা দিতে পারে। কর্মস্থলে কিছুটা বামোলা সৃষ্টি হতে পারে। অর্থভাগ মধ্যম প্রকার। গৃহ পরিবেশে শুভ বাতাবরণ বজায় থাকবে।
কুম্ভ : কর্মস্থলের পরিবেশ অনুকূল থাকবে। উপর্বতন পক্ষে থাকবে। অর্থভাগ ভালো। ব্যবসা স্থান শুভ। তবে প্রতিবেশীদের থেকে সাবধানে থাকা দরকার। অপরাপর পেশায় সাফল্য আসবে।
মীন : শরীর স্বাস্থ্য ভালোই থাকবে দিনটিতে। স্পষ্ট কথা বলার জন্য লোকের সঙ্গে বামোলা সৃষ্টি হতে পারে। উপার্জন ভালো শুভ।
পরিশ্রম করার মানসিকতা থাকবে। অর্থ ভাগা পাবে।
বাবসা সূত্রে উপার্জন বৃদ্ধি পাবে। স্ত্রীর অহংকারী মনোভাব দাম্পত্য শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে।

অধিকারও নেই। যে দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য শাসকদলের হাতে আক্রান্ত হতে হচ্ছে, সে ক্ষেত্রে পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে। তারপার খাস জায়গা দখল করে বড় বড় ভবন তুলেছে সেখানে যান না মেয়র সাহেব।

অধিকারও নেই। যে দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য শাসকদলের হাতে আক্রান্ত হতে হচ্ছে, সে ক্ষেত্রে পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে। তারপার খাস জায়গা দখল করে বড় বড় ভবন তুলেছে সেখানে যান না মেয়র সাহেব।

অধিকারও নেই। যে দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য শাসকদলের হাতে আক্রান্ত হতে হচ্ছে, সে ক্ষেত্রে পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে। তারপার খাস জায়গা দখল করে বড় বড় ভবন তুলেছে সেখানে যান না মেয়র সাহেব।

অধিকারও নেই। যে দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য শাসকদলের হাতে আক্রান্ত হতে হচ্ছে, সে ক্ষেত্রে পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে। তারপার খাস জায়গা দখল করে বড় বড় ভবন তুলেছে সেখানে যান না মেয়র সাহেব।



অধিকারও নেই। যে দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য শাসকদলের হাতে আক্রান্ত হতে হচ্ছে, সে ক্ষেত্রে পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে। তারপার খাস জায়গা দখল করে বড় বড় ভবন তুলেছে সেখানে যান না মেয়র সাহেব।

অধিকারও নেই। যে দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য শাসকদলের হাতে আক্রান্ত হতে হচ্ছে, সে ক্ষেত্রে পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে। তারপার খাস জায়গা দখল করে বড় বড় ভবন তুলেছে সেখানে যান না মেয়র সাহেব।

অধিকারও নেই। যে দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য শাসকদলের হাতে আক্রান্ত হতে হচ্ছে, সে ক্ষেত্রে পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে। তারপার খাস জায়গা দখল করে বড় বড় ভবন তুলেছে সেখানে যান না মেয়র সাহেব।



অধিকারও নেই। যে দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য শাসকদলের হাতে আক্রান্ত হতে হচ্ছে, সে ক্ষেত্রে পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে। তারপার খাস জায়গা দখল করে বড় বড় ভবন তুলেছে সেখানে যান না মেয়র সাহেব।

8	3	1	2	5	6	4	7	9
2	7	4	9	8	1	5	6	3
5	6	9	7	4	3	1	2	8
3	8	7	1	6	2	9	4	5
9	4	6	5	3	8	7	1	2
1	2	5	4	9	7	3	8	6
6	9	3	8	1	4	2	5	7
7	1	8	3	2	5	6	9	4
4	5	2	6	7	9	8	3	1

প্রয়াত কংগ্রেস কর্মীর বাড়িতে সুদীপ-আশিস



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
বিশালগড়, ২৮ জানুয়ারি।।
দীর্ঘদিনের কংগ্রেস কর্মী আমির
খান। বাড়ি বিশালগড়ের
রঘুনাথপুরে। বৃহস্পতিবার রাতে

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। শুক্রবার দুপুরে প্রয়াতের বাড়িতে আসেন বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ, আশিস কুমার সাহা

ও সিপিআইএম নেতা পার্থ প্রতীম
মজুমদার-সহ অন্যান্যরা। এদিন
তারা প্রয়াতের পরিবারের সদস্যদের
সাথে কথা বলে তাদের সমবেদনা
জানান। সুদীপ রায় বর্মণ বলেন,

প্রয়াত আদার খান ছিলেন তারপর
পরিবারের সদস্যদের মত। তার সম্পর্কে
কিছু পরিবারের খবরটি সম্পর্কে
দীর্ঘদিনের। আমি খানের মৃত্যুর
কথা শুনে শোকাত হইলাম।
রাগের প্রাক্তন মুখামন্ত্রী সমীর রঞ্জন
বর্মাণ্ড তার মৃত্যুর কারণে ভাব তিনি
শোক ব্যক্ত করিলেন। সুদীপ রায়
বর্ণ জানান, শারীরিক অসুস্থতায়
কারণে সমীর রঞ্জন বর্মাণ্ড শেষ শ্রদ্ধা
জানতে আসতে পারেননি। তবে
পরলোকে তার আদার শান্তি কামনা
করিলো। এদিন বিসাকহাড়া আমার
খানের বাড়িতে আদারকে আরও
গ্রন্থ সংগ্রহ মানুস আসেন শেষ শ্রদ্ধা
জানতে। কইমুড়া সম্প্রদায়ের
প্রয়াতেত শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।
এদিকে, রজনীগন্ধার বাসিন্দা আবু
হাসেমও ৮২ বছর বয়সে প্রয়াত
হয়েছেন। তার বাড়িতে গিয়েও
সমবেদনা জানান সুদীপ রায় বর্মাণ্ড
এবং আশীশ সাহা।

বিলোনিয়ায় দুই বিচারপতি

হৈতিবাদী ককম প্রতিনিধি,
বিলেনিয়া, ২৮ জানুয়ারী।। সাধারণ
মামলানদের আরো সম্ভবে পরিসেবা
প্রদানের ক্ষেত্রে উদ্বোধন হতে
উদ্বোধন হতে-ই-সেবা কেন্দ্র। বিবিত্ত
ধরনের মামলা বিষয়ক ব্যবসাদির
অনুষ্ঠানে সাধারণ ন্যায়িকরা
সহজেই পেয়ে যান সৈদিকে লক্ষ্য
করেছে এই সেবাকেন্দ্রের উদ্বোধন
হতে চলছে। আগামীকাল দৃষ্টি
ই-সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন হতে
যাচ্ছে। বিলেনিয়া জেলা ও দায়রা
আদালতে ই-সেবা কেন্দ্রের
উদ্বোধন হতে যাচ্ছে। ত্রিপুরা
হাইকোর্টের বিচারপতি শুভসি
তলাপাত্র ও টি অমরনাথ গৌড়
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত
থাকবেন বলে জানা যায়। শনিবার
পর্যন্ত একটা নাগায় ই-সেবা স্ট্রেক্ট
বিলেনিয়া জেলা ও দায়রা
আদালতে উদ্বোধন হতে যাচ্ছে।
মামলা মোকদ্দমার সাথে যুক্ত
কারণের পরিদায়ক জন্য ই-সেবা
কেন্দ্র শোলা হচ্ছে। এখান থেকে
মামলার সব রকমের তথ্য পাওয়া
যাবে বলে জানা যায়। সার্বম
আদালতে ও শনিবার সকাল
এগারোটো নাগায় ই সেবা কেন্দ্রের
উদ্বোধন করা হবে। সাধারণ
সিপ্রা হাইকোর্টের বিচারপতি
শুভসি তলাপাত্র ও টি অমরনাথ
গৌড় উপস্থিত থাকবেন। সার্বম
আদালতে ই-সেবা কেন্দ্র উদ্বোধন
করার পর বিলেনিয়া আদালতে
ই-সেবা কেন্দ্র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে
উপস্থিত থাকবেন বলে জানান
বিলেনিয়া জেলা ও দায়রা।
আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর
আখতার হোসেন মজুমদার।

সফল অস্ত্রোপচার

প্রেসে ঘুমিয়ে। চ্যাম্বের রাগীসেরে নানা চক্ৰ সমন্বিত চিকিৎসা এখন নিয়মিতভাবে রাজের আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ আত জিবিপি হাসপাতালে চক্ৰ বিভাগে করা হচ্ছে। এছাড়া হাসপাতালের চক্ৰ বিভাগে চ্যাম্বের ছানির অস্ত্রোপচারও ধারাবাহিকভাবে করা হচ্ছে। গত ২৭ জানুয়ারি রাজের গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ আত জিবিপি হাসপাতালে চক্ৰ বিভাগের প্রধান চক্ৰগোলা বিশেষজ্ঞ কিসকক ণ্ডা ফীফী বরফাণের নেতৃত্বে চিকিৎসা টিম মোট ৩৮ জনের চ্যাম্বের ছানির অস্ত্রোপচার করেন। অস্ত্রোপচারের পর বর্তমানে সকলেই সুস্থ আছেন। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দ্রব্যের থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি,
বিশালগড়/চড়িলাম, ২৮
জানুয়ারি। বশাশেবে বিশ্রামগড়
খানার পুলিশ বিদ্রোহ কর্মীকে পিষে
মাড়ার ঘটনার অভিযুক্ত বলেদেহ
গাড়ির চালককে গ্রেফতার করতে
সক্ষম হয়েছিল। কুস্তরবান রক্ত-
বিশালগড় করাইমুড়। এলাকায়
বোমের বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করে
কাম করা হয়। অভিযুক্ত চালকের নাম
মানন মিয়া। তবুও গাড়িটো পুলিশ
হাটক করেছে। টিআর০১১
১৭৭৪ নম্বরের গাড়িটি করাইমুড়
থেকেই হাটক করে। খানার গাড়ি
খানার কাছে আসা হয়। ধারণা করা
হচ্ছে, অভিযুক্ত চালক সেই গাড়ি
দিয়ে অৈষে কারাবার চালিয়ে
যাচ্ছিল। গত দুদিন ধরে পুলিশ
জালে জালে তোলার জন্য চেষ্টা
চালিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত
রাতে তাদের চেষ্টা সফল হয়।
অভিযুক্তকে শনিবার বিশালগড়
আদালত পেশ করা হবে। গত ২৬

জানুয়ারি দুপুরে সিপাহিজলা জেলা পুলিশ সুপার কার্যালয়ের সামনে বিদ্যুৎ কর্মী শান্তি দেববর্মার মৃত্যু হয়। সেই গাড়ির চাপায়। ঘটনার পর



ঘাতক বলেরো গাড়িটি সেখান থেকে পালিয়ে যায়। তবে রাস্তায় লাগানো সিসি ক্যামেরার ফুটেজে গাড়ির ছবি ধরা পড়ে। ওই দিন

বন্যার পরই এলাকাবাসী সেই গাড়ি আটকের দাবিতে জাতীয় সংসদে আন্দোলন করেছিল। পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে এসেই এলাকাবাসীকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আটক করা শায়েই গাড়িটুকি আটক করে। এমনকি এলাকাবাসী পুলিশকে ৪৮ ঘণ্টা সময়ও বেঁধে দিয়েছিল। তাদের কথা অনুযায়ী এই ধরনের নব্বয়বীন গাড়ি সব সময় রাস্তা দিয়ে ছুটে যেড়ায়। কিন্তু পুলিশ তাদের বিসম্ভেদ কোন বাস্তব প্রথমে করে না। এক গাড়ি শুধু সাধারণত গরু পাচুরে ক্ষেত্রব্যবহৃত হয়। সেই কারণে গাড়িগুলি খানখানি রাস্তায় বের যায়। গাড়ি থাকে অনেকটাই বেশি। যাকে বেরে পুলিশ গাড়ি আটক করতে না পারে। অন্য কোন ব্যবহানন কিংবা পথচারী তাদের সামনে এসে পড়লেও দাঁড়াতে চায় না গাড়ি চালক।

বেহাল রাস্তায় দুর্ভোগে পড়ুয়া-সহ সবাই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
সোনামুড়া, ২৮ জানুয়ারি।। রাস্তার
বেলাদশয় ভূগুহে ছাত্রছাত্রী-সহহাৎ
এলোকাবাসীরা। যে রাস্তা ধরে স্কুলে
যাওয়া হয় তার দৈর্ঘ্য যেখানে ৫০০
মিটার কিন্তু রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত
খারাপ হওয়ায় বিশেষ করে
ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে আসতে অন্য
পথ দিয়ে দুই কিলোমিটার পথ
অতিক্রম করেই হলে। সোনামুড়া
মহকুমার মোহনভোগ আর ডি
ব্লকের অন্তর্গত তেলেকাজলা গ্রামার
পঞ্চায়েতে বসে ভেদপাড়া জমিদার
মাঝখানে দিয়ে বয়ে যাওয়া রাস্তাটি

চলাফেরার সুবিধার স্বার্থে তেলকাজনা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং দ্রুতগতিতে প্রধান সড়কে যাওয়ার ক্ষেত্রে এ রাস্তাটি তৈরি করা হয়েছিল। এ রাস্তাটি না

বছর ধরে এ রাস্তা মরণ ফাঁদে
পরিণত হয়ে রয়েছে। তারপরেও
ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের জীবন বাজি
রেখে রাস্তা দিয়ে স্কুলে যাচ্ছে
অনেক ছাত্রছাত্রী এই রাস্তাতে



থাকার ফলে তৎকালীন সময়ে উক্ত অঞ্চলের ছাত্রছাত্রী এবং সাধারণ মানুষেরা মূল সড়কে যাওয়ার জন্য দু'কিলোমিটার পথ বেয়ে যেত। কিন্তু এই রাস্তাটি থাকার ফলে সে সমস্যার সমাধান হয়েছিল। কিন্তু দুই

দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে।
রাস্তাটির এত সমস্যা থাকার পরেও
স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত কোন ভূমিকা
নিচ্ছে না এমনটাই অভিযোগ
করছেন সাধারণ মানুষ। অবিলম্বে
রাস্তাটি সংস্কার করার দাবি উঠেছে।

রাজ্যভিত্তিক সেঙরেক উৎসবের উদ্বোধন

মহা রাক্ষস, অসুর, ৪২ জম্বাওয়ান। বিশ্ব, সস্তুতি চারায় মা' দয়ে জাতি-জনজাতিদের মধ্যে একে বৈদ্যবুদ্ধি ও মূল্যবোধ রাখা সারাজনজাতি-জনজাতিদের কৃতিত্ব। সস্তুতি রক্ষায় অসীকারবদ্ধ। শুক্লবার উষ্মপুরের মণিতাংবাড়িতে দুর্দিনব্যাপী সারাজাতিতে শেখরেজ উৎসবের উদ্বোধন করে একথা বলেন গোমারী জিলা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গীতপরিচালনা নথি অধিদপ্তর। তিনি বলেন, সস্তুতি হলো মামোঁচ পায়। তাই সস্তুতিতে চর্চা ছাড়া মানুষ ষাঁচেতে পারে না। রাজা সরকার জনজাতিদের সামগ্রিক উন্নয়নে মামোঁচ পায়। তারিখনা গ্রন্থক করে এবং সেইগুলি রূপায়ণ করে চলেছে। অস্তুতো বিষয়ে অস্তুতি। এদিকে শিবসংস্কৃতি রক্ষণেও জনজাতিদের সস্তুতিবোধে বিশ্বাস রাখার জন্য সললক এগিয়ে আসতে হবে। এছাড়া এদিন মণিতাংবাড়িতে নির্মিত জয়ন্ত

বাঁবা শেঁদেরকে মাদ্রাসারেরও প্রবেশন করে
অধিকারী। অন্তর্গত অন্যান্যদের মধ্যে ব
কলই সম্প্রদায়ের রাই মঙ্গলপদ কলই, ব্রিটিশ
অব্রা মলিঙ্গ মোহন জমাতিয়া, সমাজসে
গোংলু দেবমারী, নোয়াতিয়া সমাজসে
ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের সহ অধিকর্তা
গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন। স্বাগত
মলসুম। অন্তর্গত সভাপতিত্ব করেন মল
বছর কোভিড অতিমারীর জন্য খুব সংক্ষি

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি,
নেশার বাবাডাউন্ড তেলিয়ামুয়া।
নাগরিকরা খুবই অতিষ্ঠ হবার
পড়েছে। কারণ পুলিশ নেশা
কারাবারদের বিরুদ্ধে ততটা কঠোর
না। বিভিন্ন সামর্থ্য গাঞ্জা বোঝাই
গাড়ি আটক করে পুলিশ কর্তারা
নেশাদের অন্তর্ভুক্ত জানালেন
তেলিয়ামুয়ার অলিগলিতে নেশা
সামগ্রী বিক্রি হচ্ছে এখনও। তাই
শেষ পর্যন্ত নাগরিকদের দায়িত্ব কাঁধে
থুড়ে নিতে হয়। গুন্ডাবার
তেলিয়ামুয়া পানানী নগরবোড়ি
এলাকার ১৫ নং ওয়ার্ডের
নাগরিকরা, বিশেষ করে মংলা
কনেশ বিরেণী অভিনয় সংগীত
করে। তারা তেলিয়ামুয়া।



রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ভূষণ দেবনাথ নামে এক যুবককে আটক করেন। তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় প্রচুর ইয়াবা ট্যাবলেট। উত্তম-মধ্যম দিয়ে ওই যুবককে পুলিশের হাতে তুলে

দেওয়া হয়। একজন মহিলা জানান, একমাত্র নেশার কারণে ওই এলাকার বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে। এলাকার একাংশ যুবকরা নেশার প্রতি এতটাই আসক্ত হয়ে পড়েছে যে, তারা ঘর থেকে বিভিন্ন

সামগ্রী বাজারে বিক্রি করে দিচ্ছে।
বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রি করে নেশার টাকা
যোগান দেয় নেশা সেবনকারীরা।
তাদেরকে কোনভাবেই বাণে আনা
যাচ্ছে না। নেশার কারণে যুব সমাজ
ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বলেও মহিলাদের

দুই বাইকের
সংঘর্ষে আহত ২

প্রতিবাদী কলাম প্রতিদিন
তেলিয়ামুড়া, ২৮ জানুয়ারি। দুই
বাইকের মুখেমুখি সংঘর্ষে আহত
দু'জন বাইক চালক। তেলিয়ামুড়ার
থানাধীন ইচাবরিল এলাকায়
শুক্রবার রাত ৮টা নাগাদ এই
প্রকারে। টিআর ০৬ডি২৪৪২৪
নম্বরের বাইকটি তেলিয়ামুড়ার
দিকে আসছিল। সেই বাইকের
ছিনেলে সুরত চক্রবর্তী
টিআর ০৬সি৬১৮২ নম্বরের
বাইকটি ত্রিশাবরিল দিকে যাচ্ছিল
সেই বাইকে ছিনেলে প্রীতিন্দ্র
সহকারী। ইচাবরিল এলাকায় দুটি
বাইকের মুখেমুখি সংঘর্ষ ঘটে
এতে দুই বাইক চালক খরচা
পড়ে। প্রচণ্ড দন্দাধারী রাখার
অগ্নি নির্বাপক দফতরে। অগ্নি
নির্বাপক কর্মীরা এসে আহতদের
উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা
হাসপাতালে নিয়ে আসেন
দু'জনের মধ্যে সুরত চক্রবর্তী
আঘাত গুরুতর। তার বাইক
তেলিয়ামুড়া থানাধীন ডিএম
কলেজি এলাকায়। অপরদিকে
প্রীতিন্দ্র সহকারের বাড়ি হুইসিংপাড়া
এলাকায়। তাদের দুই বাইক
সেই থানা নিয়ে আসে পুলিশ

ক্ষতিগ্রস্তের বাড়িতে বিধায়ক

প্রতিবাদী কর্ম প্রতিনিধি
গৃহছড়া ২৮ জানুয়ারি।। গত
বৃহস্পতিবার ১৮ জাড়া সরমার
নিখিল সরকার পাড়া সুল
সরকারের বাড়িতে অরিকাণ্ডের
বাড়িতে আসেন। জুবাব তার
ঘাটতে ছিলেন। এলাকার বিহার
মঞ্জয় প্রিপু। তিনি কতিগন্ত
পরিবারের লোকজনের সাথে কথা
বলেন। শাসকদলি বিহার
কতিগন্ত পরিবারটিকে সরকার
সাহায্য পাইয়ে দেবার ক্ষেত্রে
সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন
বিহারকের সাথে ডুবুরিগার প্রেকের
বিডিও এ ডার্লংও ষ্ট পাইটি
ছিলেন। বিদ্যতেও ষ্ট পাইটি
থেকে সবার সরকারের বসতঘরের
লান্দ নেগেছিল। এই ঘটনা
অপকৃষ্ণ টকার সামগ্রী পুড়ে যায়
এনকনী প্রযোজনায় নথি পত্র
রক্ষা করা যায়নি।

চালকের তাণ্ডব


প্রতিবাদী কনন প্রতিনিধি
চালিল, ২৮ জানুয়ারি। মদমত
গিল্পের তাগুপে অতিহা হয়ে
পর্যন্ত পুলিশকে খবর দেয়
এলাকাবাসী। শুক্রবার দুপুরে
বিশামগঞ্জ বাজার এলাকায় একজন
চালিক বাড়ি নিয়ে এসে গালাগালি
শুভ্র করে দেয়। বাজারের লোকজনের
সাথে অত্যাচা বাগতায় জড়িয়ে পড়ে
একই সময় পানব কলে বাজার
পরিবহিত কিছুটা উত্তপ্ত হয়ে উঠে
পরবর্তী সময় পানব বৃহত্তে পানব
ওই বাড়ি চালিক সুবহাখান নেই
তাই তাকে পরবর্তী সময় পানব
হাতে তুলে দেওয়া হয়। জানা গেছে
এই চালিক চালিকের নাম বীরেন্দ্র
সুপ্রধর। তার বাড়ি সেকেরকোটা
চাম্পামুড়া এলাকা।

ধান বিক্রি করতে না
পেরে হতাশ কৃষকরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
চুরাইবাড়ি, ২৮ জানুয়ারি।। খান
বিক্রি করতে গিয়ে চরম হয়রানির
শিকার হলেন কৃষকরা। ঘন্টার পর
ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও নিরাশ
হয়ে তাদের বাড়ি ফিরতে হয়। উত্তর
জেলায় কদমতলা এবং কালাছড়া
ব্লক এলাকার কৃষকদের কাছ থেকে

[illegible]

মাবদ্ধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। পরে আবার মহকুমা প্রশাসনের অনুরোধে আধিকারিকদের ঘেরাও মুক্ত করা হয়। সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় রাজ্য সরকারের খুবই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কিন্তু একাংশ আধিকারিকের কারণে সেই পদক্ষেপ অনেক জায়গায় মার



খাচ্ছে বলে অভিযোগ। এভাবে চলতে থাকলে আগামী দিনে কৃষকরা ধান বিক্রি করতে আসবেন কিনা তা নিয়ে অনেকে সংশয় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু নেন আধিকারিকরা এভাবে কৃষকের হয়রানি করছেন তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এর পেছনে অন্য কোন অভিসন্ধি লুকিয়ে নেই তো। কেউ কেউ আবার আশঙ্কা করছেন এর পেছনে সরকারকে কালিমাগুপ্ত করার চক্রান্ত লুকিয়ে থাকতে পারে। কারণ এই কর্মসূচি যদি পুরোপুরিভাবে সফল হয়ে যায় তাহলে সব অংশের কৃষকের সমস্যা বর্তমান সরকারের উপরই থাকবে। আর কর্মসূচি যদি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয় তাহলে আগামী দিনে আরও বেশি সংখ্যক কৃষক উৎসাহিত ধান সরকারকেই বিক্রি করবে। তাই সেই উদ্দেশ্য যাতে চরিতার্থ না হয়ে সেই কারণেই কি কৃষকদের হয়রানি করা হচ্ছে?

বাগ্‌দেবীর আরাধনায়
মন্দার ঘনঘটা, উদ্বেগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
তেলিয়ামুড়া, ২৮ জানুয়ারি।
হাতে-গোনা আর মাত্র কয়েকটা
দিন বাকি। তারপরই বিদ্যার দেবী
সরস্বতী মায়ের পূজো। জ্ঞানের
আলো ছড়াতে আসছে বিদ্যার দেবী
মা সরস্বতী। কয়েকটা দিন পরেই
বিদ্যার দেবী মা সরস্বতী পূজোয়
মাতোয়ারা হবে ছাত্র-ছাত্রী থেকে
শুরু করে সকল অংশের মানুষ জন।

ভাইরাসের দাপাদাপিতে সাধারণ মানুষজনদের মধ্যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছে, ফলে ছাত্রছাত্রীরা অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছর তেমনভাবে উদ্যোগী হয়ে পুজো করতে আগ্রহী নয়। ফলে বেকায়দায় পড়তে হচ্ছে মুংশিল্পীদের। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাজারে খেয়ে-পড়ে বেঁচে থাকতে এক প্রকার হিমশিম খেতে হচ্ছে



তাই মূর্তিপাড়ায় চলছে প্রতিমার
 তৈরির চরম ব্যস্ততা। বাগুদেবীর
 সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করেছে
 মূর্তিপাড়ার মৃৎশিল্পীরা প্রতিমা
 তৈরীতে ব্যস্ত। এমনটাই ছবি
 পরিলক্ষিত হল তেলিয়ামুড়া
 মহকুমার শিববাড়ি এলাকায়।
 শিববাড়ি এলাকার মৃৎশিল্পী সঞ্জল
 রত্নপাল জানিয়েছেন, অন্যান্য
 বছরের তুলনায় এ বছর বিদ্যার
 দেবী সরস্বতী মূর্তির চাহিদা কম, এর
 বাধ্য তিনি অশ্বা দায়ী করেছেন
 করোনা মহামারীকে। করোনা

মৃৎশিল্পীদের। মৃৎশিল্পী সজলবাবু
আরো জানিয়েছেন দ্রব্যমূল্য খুবির
বাজারে প্রতিমা তৈরীর আনুমানিক
বিন্দুসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পেলেও
জিন্দা পায়নি মূর্তির মূল্য। ফলে এক
প্রকার ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে এসে
এদিকে প্রতিবছর এমন সময়ে যে
ধরনের মূর্তির বায়না আসতো
এবছর তেমনটা হয়নি। ফলে
অনেকটাই অনিশ্চয়তা ভুগছেন
মৃৎশিল্পীরা। আশা করা যাচ্ছে দিন
যতই এগিয়ে আসবে কিছুটা হলেও
মূর্তি বাইনা আরো বৃদ্ধি পাবে।

Notice Inviting e-Tender

The undersigned is hereby invite e-tenders from interested, resourceful and experienced suppliers / manufacturers for **"Supply & Installation of Measurement laboratory Equipments"**. Tender ID- **2022_WPH_25914_1**. Bid submission end date: 14/02/2022 upto 5.00 PM. For details kindly visit the website <https://tripuratenders.gov.in>

Sd/- Illegible
Dr. Tirtharaj Sen
Principal
Women's Polytechnic
Hapania, Agartala

Notice Inviting Quotation

Sealed quotations are invited from registered and reputed firms / agencies / suppliers / Co-operative Societies for stationery items / articles to the Directorate of Tribal Welfare, P. N. Complex, Gurkhabasti, Agartala. Detailed quotation notice, schedules and documents can be obtained from <https://twd.tripura.gov.in>. **Last Date of submission of the quotation : 14-02-2022 upto 3.00 PM.**

Sd/- Illegible
Director,
Tribal Welfare Department
Government of Tripura

ICA-C-3519-22

মাঠ পরিদর্শনে ক্রীড়ামন্ত্রী



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি ১ সম্প্রতি ক্রীড়া পর্বদের উদ্যোগে ভোলাগিরির মাঠ সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। সম্পূর্ণভাবে এই মাঠটি তৈরি হলে শহরে মাঠের অভাব অনেকটাই দূর হবে। শুক্রবার ক্রীড়ামন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এই মাঠ পরিদর্শন করলেন। দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে এই মাঠটি পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। পর্বদ

পরিচালিত একটি কোচিং সেন্টারের প্রশিক্ষণার্থীরা এই মাঠেই অনুশীলন করতো। তবে দীর্ঘদিন খেলাধুলা বন্ধ থাকার কারণে মাঠটির ঠিকভাবে পরিচর্যা হয়নি। ফলে ভোলাগিরির এই মাঠটি খেলার অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত ক্রীড়া পর্বদ এই মাঠটি সংস্কারের উদ্যোগ নেয়। এখন অবস্থা অনেকটাই ভালো। এদিন ক্রীড়ামন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী গোটা মাঠ পরিদর্শন করলেন।

মাঠটিকে যাতে আবার পুরোপুরি খেলার উপযোগী করে তোলা যায় সেই চেষ্টাও তিনি করবেন বলে জানিয়েছেন। ভোলাগিরির এই মাঠকে অত্যাধুনিক খেলার মাঠ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য কি কি হবে। পাশাপাশি খেলোয়াড়দের সুবিধার্থে একটি ড্রেসিং রুমও গড়ে তোলা হবে। খুব শীঘ্রই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ডিপিআর পাঠানো হবে বলে জানা গেছে।

আজ জয়ের লক্ষ্যে লালবাহাদুর

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি ১ প্রথম ডিভিশন লিগ শুরুর আগে লালবাহাদুর ব্যায়ামাগারকে নিয়ে ফুটবলপ্রেমীদের একটা প্রত্যাশা ছিল। বিদেশি এবং ভিনরাজ্যের ফুটবলারদের নিয়ে দল গড়া। লালবাহাদুর শিল্ডে সুবিধা করতে পারেনি। আশা ছিল, লিগে সেই বনেদি লালবাহাদুরকে দেখা যাবে। তবে দুর্ভাগ্য, এখনও পর্যন্ত প্রত্যাশিত মানে পৌছাতে পারেনি লালবাহাদুর। একেবারেই ধারাবাহিক নয় দলটি। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে দলটি। ফুটবলপ্রেমীদের প্রত্যাশা এখনও পূরণ হয়নি। এই অবস্থায় আগামীকাল আসরের দুর্বলতম দল জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে তারা। কিল্লার এক ঝাঁক জুনিয়র ফুটবলারদের নিয়ে গড়া জুয়েলস লড়াই করার চেষ্টা করছে। তবে অনভিজ্ঞতার অভাব তাদের খেলার মধ্যে প্রকট। এরকম একটি দলের বিরুদ্ধে জয়ের লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামতে চলেছে লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার।

আইপিএল-এর শেষ পর্বে নাও খেলতে পারেন মইন আলি'রা

লন্ডন, ২৮ জানুয়ারি।। পুরো আইপিএল নাও খেলতে পারেন ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা। এখনও অবধি আইপিএল-এর সূচি ঘোষণা করেনি বোর্ড। তবে লাল বলের ক্রিকেটে অনুশীলন করার জন্য টেস্ট ক্রিকেটারদের দেশে ফেরার ডাক দিতে পারে ইসিবি। মার্চের শেষ সপ্তাহ থেকে মে পর্যন্ত হতে পারে আইপিএল। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ শুরু হওয়ার কয়েক দিন আগে শেষ হতে পারে কোটিপতি লিগ। সেই কারণে টেস্ট ক্রিকেটারদের আগে থেকেই দেশে ফিরে আসতে বলবে ইংল্যান্ড

●এরপর দুইয়ের পাঠায়

ভলিবলের নামে রমরমিয়ে ব্যবসা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি ১ ভলিবলের নামে রমরমিয়ে ব্যবসা শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ। অস্বীকৃত ফেডারেশন পরিচালিত আসরে রাজ্যের একটি অবৈধ সংস্থা বেআইনিভাবে নিয়মিত দল পাঠাচ্ছে। রাজ্যের ভলিবল খেলোয়াড়রা এই ফাঁদে পা দিচ্ছে। এসব অস্বীকৃত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে কোন লাভ হবে না খেলোয়াড়দের। যে শংসাপত্র পাওয়া যাবে তারও কোন বৈধতা নেই। তারপরও রাজ্যের একটি অবৈধ সংস্থা গরিব খেলোয়াড়দের ভুল বুঝিয়ে তাদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ আদায় করে ওই সব অস্বীকৃত আসরগুলিতে তাদের প্রবেশ দে পাঠাচ্ছে। শুভানুধ্যায়ীরা বার বার খেলোয়াড়দের আবেদন

জানিয়েছেন, যাতে তারা কোন ফাঁদে পা না দেয়। তারপরও কোন কাজ হচ্ছে না বলে অভিযোগ। বস্তুতঃ অনেকদিন আগে একটি জুনিয়র জাতীয় প্রতিযোগিতায় রাজ্য দল পাঠানো হয়েছিল। গরিব খেলোয়াড়দের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ আদায় করার অভিযোগ উঠেছে। আগামী ৭-১৩ ফেব্রুয়ারি আরও একটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। অভিযোগ, এই আসরেও রাজ্যের এই অবৈধ সংস্থা দল পাঠানোর চেষ্টা শুরু করেছে। শুধু রাজ্যের গরিব খেলোয়াড়দের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে তারা কুর্কম করছে এমন নয়, ভিনরাজ্যের খেলোয়াড়দের কাছ থেকে মাথাপিছু ৩ লক্ষ টাকা করে নিয়ে তাদেরকে রাজ্যের জার্সি পাইয়ে দেওয়া হয়। কয়েকদিন আগে হকি ইন্ডিয়া-র

জাতীয় আসরে একই কায়দায় অর্থের বিনিময়ে ভিনরাজ্যের খেলোয়াড়দের রাজ্যের জার্সি পাইয়ে দেওয়া হয়েছিল। এবার ভলিবলের ক্ষেত্রেও এভাবেই মুনাফা অর্জনের চেষ্টা শুরু করেছে ওই অবৈধ সংস্থা। রাজ্য ভলিবলের শুভানুধ্যায়ীরা খেলোয়াড়দের সাবধান থাকার কথা বলছেন। তারা যাতে কোন ফাঁদে পা না দেয় তার আবেদনও জানিয়েছেন। এই সময়ে ভলিবল ফেডারেশনের কোন অস্তিত্বই নেই। তাই ফেডারেশনের নামে যেসব প্রতিযোগিতা হয় সবগুলি অবৈধ। তাই ওই সব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলেও খেলোয়াড়দের কোন লাভ হবে না। যদিও ব্যবসায়ীরা এই সুযোগে তাদের ব্যবসার পরিমাণ বাড়িয়ে নিচ্ছে বলে অভিযোগ।

ধারাভাষ্যকারের তালিকায় নেই শাস্ত্রী

মুম্বাই, ২৮ জানুয়ারি।। ভারতীয় দলের কোচের পদ ছাড়ার পর রবি শাস্ত্রী ফিরতে পারেননিজের পুরনো পেশা ধারাভাষ্যে। দেশের মাটিতে আসন্ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরেই ফের শাস্ত্রীকে মাইক হাতে দেখা যেতে পারে সে জল্পনাও ছিল। কিন্তু মেমেন্টা হল না। ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে সীমিত ওভারের সিরিজের ধারাভাষ্যকারদের তালিকা প্রকাশ করেছে বিসিসিআই। তাতে নাম নেই শাস্ত্রীরা। বোর্ডের তরফে যে সাতজন ইংরাজি ধারাভাষ্যকারের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে তারা হলেন, সুনীল গাভাসকর, লক্ষ্মণ শিবরামকৃষ্ণণ, হর্ষ বোগেলো, দীপ দাশগুপ্ত, মুরলী কার্তিক এবং অজিত আগরকার। শাস্ত্রীকে কোন রাখা হল না এই তালিকায়? বোর্ডের বক্তব্য, শাস্ত্রীর নিজেই এখন সময় নেই ধারাভাষ্য করার। তিনি আপাতত ব্যস্ত ওমানে লেজেন্ডস ক্রিকেট লিগের কমিশনার হিসাবে। যদিও, ক্রিকেট মহলের কেউ কেউ মনে করছেন, বোর্ডই চাইছে না শাস্ত্রী এখন কমেন্টি বস্বে বসুন। ভারতীয়

ঘরের মাঠে আসন্ন শ্রীলঙ্কা সিরিজও ধারাভাষ্যকর হিসাবে দেখা যাবে না শাস্ত্রীকে। অর্থাৎ শাস্ত্রীর ধারাভাষ্যকর পদে ফিরতে আরও অন্তত মাস দুইয়েক। যদিও এই সিরিজগুলিতে কোনও বেসরকারি চ্যানেলের সঙ্গে চুক্তি করে বিশেষজ্ঞ বা বিশ্লেষকের ভূমিকায় আসতেই পারেন টিম ইন্ডিয়া'র হেড কোচ। যদিও, শাস্ত্রী নিজে কী চাইছেন তার উপর সবকিছু নির্ভর করছে। তবে, শাস্ত্রী যদি ধারাভাষ্যে ফিরতে চান, তাকে যে অনেক বেসরকারি সংস্থাই চাইবে, তাতে সংশয় নেই।



ফুটবল ক্লাবগুলিকে আর্থিক সাহায্য ক্রীড়া প্রশাসনে কোন সরকারি নির্দেশ নেই

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি ১ টিএফএ-র ২০২১ সিজনের ঘরোয়া 'সি' ডিভিশন লিগ শেষ। 'বি' ডিভিশন লিগ এবং মহিলা লিগ ফুটবলও শেষ। সিনিয়র লিগ ফুটবলও এখন মাঝ পথে। ঘোষণা ছিল যে, টিএফএ-র অনুমোদিত ফুটবল ক্লাবগুলিতে রাজ্য সরকার থেকে আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত না ক্রীড়া দফতর না ক্রীড়া পর্বদে এই সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব সরকারিভাবে জমা পড়েছে বলে বিশেষ সূত্রে খবর। জানা গেছে, টিএফএ-র বর্তমান কমিটি দায়িত্ব নেওয়ার পরই কমিটির এক প্রতিনিধি দল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎকারে মিলিত হয়। সাক্ষাৎকারে টিএফএ-র পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কিছু দাবি-দাওয়া ও কিছু প্রস্তাব রাখা হয়।

পরবর্তী সময়ে টিএফএ-র তরফে বলা হয় যে, ফুটবল ক্লাবগুলিকে সরকারিভাবে আর্থিক সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। যদিও সরকারিভাবে মুখ্যমন্ত্রীর দফতর বা প্রচার দফতর থেকে এনিয়ে কোন ঘোষণা ছিল না। তবে টিএফএ-র তরফে যারা মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎকারে ছিলেন তারা অবশ্য জানান যে, টিএফএ-র ক্লাবগুলিকে সরকারিভাবে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে ঘটনা হচ্ছে, ইতিমধ্যে টিএফএ-র 'সি' ডিভিশন লিগ শেষ, 'বি' ডিভিশন লিগ ও মহিলা লিগ ফুটবলও শেষ। সিনিয়র লিগ মাঝ পথে। কিন্তু এখন পর্যন্ত ক্লাবগুলির কাছে কোন সরকারি সাহায্যের টাকা পৌঁছায়নি। জানা গেছে, টিএফএ-র ফুটবল ক্লাবগুলিকে সরকারিভাবে কোন আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে

এই সংক্রান্ত কোন নির্দেশ না ক্রীড়া দফতরে রয়েছে না ক্রীড়া পর্বদে। ক্রীড়া দফতরের এক আধিকারিক জানান, তাদের কাছে এখন পর্যন্ত এই ধরনের কোন সরকারি নির্দেশ নেই। মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকেও কোন কাগজ ক্রীড়া দফতরে আসেনি। এই প্রসঙ্গে টিএফএ-র এক কর্তা বলেন, আমি সেদিন ছিলাম না ফলে আসলে কি হয়েছে তা আমার জানা নেই। তবে শুনেছি, মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ দফতর থেকে নাকি ক্লাবগুলিকে টাকা দেওয়া হবে। তবে কবে দেওয়া হবে, কত টাকা দেওয়া হবে তা জানা নেই। অবশ্য ক্লাবগুলিও ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না যে, তারা আদৌ কোন টাকা পাবে কি না বা পেলেন কত টাকা পাবে। যেহেতু এনিয়ে কোন সরকারি সাহায্য এখন পর্যন্ত নেই

তাই ফুটবল মহল সদিহান যে, আদৌ ক্লাবগুলি টাকা পাবে কি না বা পেলেন কত টাকা পাবে এবং কবে নাগাদ টাকা পাবে। ক্লাবগুলি অবশ্য আশাবাদী, বিশেষ করে ছোট ছোট ফুটবল ক্লাবগুলি। তাদের মতে, ৫০ হাজার টাকাও যদি পাওয়া যায় তাহলে তাদের অনেকটা সুবিধা হবে। আগামী মার্চ মাসে যে দলবদল হওয়ার কথা তাতে ৫০ হাজার টাকার সরকারি সাহায্য পাওয়া গেলে ভালো। তবে ঘটনা হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীর সাথে টিএফএ-র পদাধিকারীদের সাক্ষাৎকার আজ অনেক দিন হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও না টিএফএ না ক্রীড়া দফতর না ক্রীড়া পর্বদে কোন সরকারি নির্দেশ এসেছে ক্লাবগুলিকে সরকারি সাহায্য বা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে কোন সরকারি সাহায্যের ইস্যুতে।

টুয়েন্টি-২০ ক্রিকেট শুরু ১০ ফেব্রুয়ারি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৮ জানুয়ারি ১ আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে সোনামুড়ায় শুরু হবে টুয়েন্টি-২০ এসপিএল নকআউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। শুক্রবার সোনামুড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের অফিস গৃহে এই উপলক্ষ্যে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পেশ করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে সোনামুড়াবাসী ক্রীড়াঙ্গন থেকে অনেক দূরে। খেলাধুলার গুরুত্ব-এ সোনামুড়ার পুরোনো মর্যাদা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে এবং খেলোয়াড়দের উৎসাহ প্রদানের জন্য উদ্যোক্তারা এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। চ্যাম্পিয়ন দল প্রাইজমানি বাবদ পাবে ১ লক্ষ টাকা। রানাসাঁআপ দল পাবে ৫০ হাজার টাকা। স্পোর্টিং মাঠে আসরের ম্যাচগুলি হবে। পাশাপাশি মেলাঘর বয়েজ স্কুল মাঠেও খেলা হবে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন। ম্যাচ পরিচালনা করবেন ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের আম্পায়াররা। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারম্যান শাহজাহান মিএণ, কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুপেরস সরকার, সোনামুড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্মসচিব বুদ্ধ পাল, সমাজসেবী বিশ্বজিৎ দাস সহ অন্যান্যরা।

নির্বাসিত জিম্বাবোয়ের ক্রিকেটার

হারারে, ২৮ জানুয়ারি।। কড়া শাস্তি হল ব্রেন্ডন টেলরের। ম্যাচ গড়াপটার অভিযোগে তাঁকে সাতটি তিন বছরের জন্য নির্বাসিত করল আইসিসি। জিম্বাবোয়ের এই ক্রিকেটার আইসিসি-র আচরণবিধির মোট চারটি ধারা লঙ্ঘন করেছেন। কিছু দিন আগেই এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার স্বীকার করেছিলেন, তিনি এক ভারতীয় ব্যবসায়ীর কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলেন। পাশাপাশি এটিও জানিয়েছিলেন, তিনি ক্রিকেটের সঙ্গে তঞ্চকৃত করেননি। কিন্তু আইসিসি-র তদন্তে টেলর দোষী প্রমাণিত হয়েছেন। আইসিসি জানিয়েছে, টেলর অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছেন এবং শাস্তি মেনে নিয়েছেন। গত ২৪ জানুয়ারি টেলর টুইটারে লিখেছিলেন, "গত দু' বছর ধরে একটা বোঝা বয়ে বেড়াছি। আমার অনুষ্ঠিত হলে সেই সম্ভাবনা দেখছে না ক্রিকেট মহলা। এই অবস্থায় টিসিএ হঠাৎ করে রঞ্জি এবং সিকে নাইডু ট্রফির জন্য কভিশিনিং ক্যাম্প শুরু করতে চলেছে। রাজ্য সরকার এখনও ক্রীড়া ক্ষেত্রে স্বাভাবিক রয়েছে। ক্রিকেট মহলের প্রশ্ন, সরকারি নিষেধাজ্ঞা যখন নেই তাহলে শিবিরের বদলে কেন ক্রিকেটারদের প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। রঞ্জি দলের জন্য ২২ জন এবং সিকে নাইডু দলের জন্য ৪৪ জন সবমিলিয়ে ৬৬ জন ক্রিকেটারকে এই কভিশিনিং ক্যাম্পে ডাকা হয়েছে। ঘটনা হলো, তিন মাস আগে থেকেই এই ক্রিকেটাররা বিভিন্ন কভিশিনিং ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করে চলেছে। চলতি মাসের প্রথম দিকেও ব্যাদালুরুতে নেট প্র্যাকটিসে ব্যস্ত ছিল

দুই পর্যায়ে রঞ্জি ট্রফির ভাবনা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। করোনা পরিস্থিতিতে দুই ধাপে রঞ্জি ট্রফি হতে পারে। এমন ইঙ্গিত দিলেন বোর্ড সচিব জয় শাহ। গত ১৩ জানুয়ারি থেকে রঞ্জি ট্রফি শুরু হওয়ার কথা ছিলো। তবে করোনা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় বোর্ড বাধ্য হয়ে রঞ্জি ট্রফি স্থগিত করে দেয়। পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হওয়ায় ফের রঞ্জি ট্রফি নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে বোর্ড। সচিব জয় শাহ সমস্ত স্বীকৃত সংস্থাকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন যে, পরিস্থিতি কিছুটা অনুকূল হওয়ায় আমরা রঞ্জি ট্রফি নিয়ে ফের আলোচনা শুরু করেছি। একদিন আগে ভার্চুয়াল সভা হয়। প্রেসিডেন্ট সৌরভ গাঙ্গুলি, সচিব জয় শাহ এতে উপস্থিত ছিলেন। আগামী ২৭ মার্চ থেকে নির্ধারিত সময়েই আইপিএল শুরু হবে। এই অবস্থায় ক্রিকেটারদের সর্বোচ্চ সুরক্ষার কথা চিন্তা করে দুই ধাপে রঞ্জি ট্রফি করার পরিকল্পনা করছে বোর্ড।

ফেরবার্মারেতে শুরু হতে পারে রঞ্জি ট্রফি। তবে আইপিএল শেষ হওয়ার দ্বিতীয় ধাপ অর্থাৎ নক আউট পর্ব শুরু হবে। সচিব জয় শাহ জানিয়েছেন, দৈনিক পজিটিভিটি রেট ক্রমশ কমছে। পাশাপাশি গোটা দেশে করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিদের সুস্থতার কথাও উল্লেখযোগ্য। বর্তমান প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করার জন্য পরিস্থিতি আগের চেয়ে অনেক ভালো। সমস্ত ধরনের ঝুঁকিকে দূরে সরিয়ে রেখে জোর সুরক্ষা বলয়ে দুই ধাপে রঞ্জি ট্রফির ব্যাপারে আমরা আশাবাদী। করোনা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। এই অবস্থা বহাল থাকলে সম্ভবত ফেব্রুয়ারিতে শুরু হবে রঞ্জি ট্রফি। আইপিএল আগে পর্যন্ত গ্রুপ পর্বের খেলা হবে। এরপর আইপিএল শেষ হলে দ্বিতীয় পর্বের খেলা হবে। টানা দুই বছর রঞ্জি ট্রফি বন্ধ থাকলে জাতীয় দল গঠনে সমস্যা হবে। তাই বোর্ড প্রথম সূযোগেই রঞ্জি ট্রফি করার ইতিবাচক চিন্তাভাবনা ধাপে রঞ্জি ট্রফি করার পরিকল্পনা করছে বোর্ড।

রামকৃষ্ণ ক্লাবের জয়রথ ছুটে চলেছে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি ১ প্রথম ডিভিশন লিগে রামনগরের রামকৃষ্ণ ক্লাবের চমক অব্যাহত। অপ্রতিহত গতিতে ছুটে চলেছে তাদের জয়রথ। শুক্রবার তাদের কাছে পরাস্ত হলো বীরেন্দ্র ক্লাব। সুতরাং পাঁচ ম্যাচের পর লিগ তালিকায় শীর্ষে পৌঁছে গেলো দলটি। তীর উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে এদিন রামকৃষ্ণ ক্লাব ২-১ গোলে পরাস্ত করলো বীরেন্দ্র ক্লাবকে। এদিনও পার্থক্য গড়ে দিলো রামকৃষ্ণ ক্লাবের উত্তর বঙ্গের

ফুটবলাররা। রাখাল শিল্ডে একটি ম্যাচ দেখে তাদের দক্ষতা বোঝা যায়নি। প্রবীণ সুব্রা বা সত্যাম শর্মা-রা রাখাল শিল্ডে সেভাবে নজর কাড়তে পারেনি। অবশ্য একদিনও দলের সাথে অনুশীলন না করে খেলতে নেনমে পড়েছিল তারা। পরবর্তী সময়ে দলের সাথে কিছুদিন অনুশীলন করার পরই তাদের আসল খেলাটা ফুটে উঠেছে। বেশ কয়েকজন তরুণ স্থানীয় ফুটবলারও এবার রামকৃষ্ণ ক্লাবের হয়ে ভালো খেলছে। তবে বলতেই হবে, দলের

মূল শক্তি হলো উত্তর বঙ্গের ফুটবলাররা। এগিয়ে চল সংঘের মতো বড় বাজেটের দলও রামকৃষ্ণ ক্লাবের বিরুদ্ধে সুবিধা করতে পারেনি। এককথায় চলতি লিগে বড় চমকের নাম রামকৃষ্ণ ক্লাব। একটা সময় শহরের ফুটবলে নামকরা শক্তি ছিল। যদিও পরবর্তী সময়ে ফুটবল নিয়ে ক্লাব কর্তাদের আগ্রহ কিছুটা কমেও গিয়েছিল। আসলে বেশ কয়েক বছর টানা তৃতীয় ডিভিশনে খেলতে হয়েছিল রামকৃষ্ণ ক্লাবকে।

●এরপর দুইয়ের পাঠায়



ফের শিবির, বিস্মিত ক্রিকেট মহল

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি ১ যেখানে প্রতিযোগিতা চালু করা সর্বাত্মে প্রয়োজন ছিল সেখানে একের পর এক শিবিরের আয়োজন করছে টিসিএ। স্বভাবতই ক্রিকেট মহল তাদের উদ্বেগ নিয়ে ধন্দে পড়ে ছে। বলাইবাহুল্য, ক্রিকেটে প্রেমীরা রীতিমত বিস্মিত টিসিএ-র এই অপেশাদার কার্যকলাপে। দেশে করোনা পরিস্থিতি বেড়ে যাওয়ার ফলে রঞ্জি ট্রফি এবং সিকে নাইডু ট্রফি স্থগিত ঘোষণা করেছিল বিসিসিআই। রঞ্জি দল ব্যাদালুরুতে গিয়েও ফিরে এসেছে। খুব সহসা এই দুইটি জাতীয় আসর অনুষ্ঠিত হলে সেই সম্ভাবনা দেখছে না ক্রিকেট মহলা। এই অবস্থায় টিসিএ হঠাৎ করে রঞ্জি এবং সিকে নাইডু ট্রফির জন্য কভিশিনিং ক্যাম্প শুরু করতে চলেছে। রাজ্য সরকার এখনও ক্রীড়া ক্ষেত্রে স্বাভাবিক রয়েছে। ক্রিকেট মহলের প্রশ্ন, সরকারি নিষেধাজ্ঞা যখন নেই তাহলে শিবিরের বদলে কেন ক্রিকেটারদের প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। রঞ্জি দলের জন্য ২২ জন এবং সিকে নাইডু দলের জন্য ৪৪ জন সবমিলিয়ে ৬৬ জন ক্রিকেটারকে এই কভিশিনিং ক্যাম্পে ডাকা হয়েছে। ঘটনা হলো, তিন মাস আগে থেকেই এই ক্রিকেটাররা বিভিন্ন কভিশিনিং ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করে চলেছে। চলতি মাসের প্রথম দিকেও ব্যাদালুরুতে নেট প্র্যাকটিসে ব্যস্ত ছিল

ক্রিকেটাররা। হঠাৎ করে তাদের কভিশিনিং-র দরকার পড়লো কেন—এই বিষয়টিই বুঝতে পারছেন না প্রাক্তন ক্রিকেটাররা। ইতিমধ্যেই যারা বেশ কিছু জাতীয় টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে ফেলেছে তাদের ফিটনেস নিয়ে কোন সরাস্যা থাকার কথা নয়। পাশাপাশি ক্রিকেটাররা অনেক বেশি পেশাদার। ম্যাচ না থাকলেও তারা নিজেরাই নিজেদের ফিটনেস সেভেল ঠিক রাখার জন্য ট্রেনিং করে। যখন দরকার ছিল ক্রিকেটারদের আরও বেশি করে ব্যাট-বলের সাথে সংযোগ ঘটানো তখন ফের কভিশিনিং ক্যাম্পের ব্যবস্থা করে টিসিএ বুঝিয়ে দিলো, তারা ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়ে আদৌ উৎসাহী নয়। শুধুমাত্র ক্রিকেটপ্রেমীদের মুখ বন্ধ করেছে এই ধরনের সক্রিয় আচরণ করছে তারা। এতে করে আর যাই হোক ক্রিকেটের কোন উন্নতি হবে না। এমনিতেই গত কয়েক মাস ধরে একের পর এক শিবির অনুষ্ঠিত করে চলেছে টিসিএ। প্রতিটি শিবিরের পেছনে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হচ্ছে। প্রশ্ন হলো, এটাই কি আসল কারণ? গত কয়েক মাস যতগুলি শিবির পরিচালনা করেছে টিসিএ সেই সময়ে সমস্ত ঘরোয়া ক্রিকেট প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করা যেতো। কিন্তু তার বদলে শিবিরের ব্যবস্থা করেছে। স্বভাবতই প্রাক্তন ক্রিকেটার থেকে শুরু করে আজীবন সদস্য,

●এরপর দুইয়ের পাঠায়

নিশানায় টিসিএ-র বর্তমান কমিটি মহকুমা ক্রিকেট আজ পঙ্গু হওয়ার পথে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি ১ টিসিএ-র বর্তমান কমিটির বিরুদ্ধে মহকুমা ক্রিকেট-র প্রকৃতি চরম বঞ্চনার অভিযোগ। যদিও টিসিএ-র অ্যাপেল্ল কাউন্সিলে আটজন মহকুমা প্রতিনিধি রয়েছেন। জানা গেছে, অতীতে নাকি টিসিএ-র কার্যকরী কমিটি বা অ্যাপেল্ল কাউন্সিলে এত সংখ্যক মহকুমা প্রতিনিধি ছিলেন না। তবে বর্তমান কমিটিতে আটজন মহকুমা প্রতিনিধি থাকার সত্ত্বেও তিন বছর ধরে বন্ধ রাজ্যভিত্তিক সিনিয়র ক্রিকেট। দুই বছর ধরে বন্ধ রাজ্যভিত্তিক স্কুল ক্রিকেট। দুই বছর ধরে বন্ধ মহকুমাস্তরের ক্লাব ক্রিকেট। টিসিএ-র এক প্রাক্তন সচিব বলেন, অতীতে মহকুমাকে সামনে রাখা না হলে দুই বছর ধরেই ক্রিকেট ড্রেসিং রুম তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল টিসিএ থেকে। নিঃস্মিত হতো রাজ্যভিত্তিক সিনিয়র ক্রিকেট, মহিলা ক্রিকেট, এছাড়া তের রাজ্যভিত্তিক অনূর্ধ্ব ১৩, ১৫ এবং স্কুল ক্রিকেট আছেই।

অভিযোগ, ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন টিসিএ-র বর্তমান কমিটি গঠন করা হয় তখন নাকি টিসিএ-তে রাজনীতি বিশেষ করে গেরুয়া রং দেখে কমিটি হয়। ফলে আটজন মহকুমার প্রতিনিধি টিসিএ-তে এলেও তাদের নাকি শাসক দলের বন্দনা করাই কাজ। টিসিএ সভাপতি তথা শাসক দলের সভাপতির সামনে কোন কথা বা প্রতিবাদ করার সাহস নেই। ফলে ৩৬ মাস বয়সি কমিটি ২৮-২৯ মাসেও কোন রাজ্যভিত্তিক সিনিয়র ক্রিকেট না হলেও কোন আওয়াজ নেই। রাজ্যভিত্তিক স্কুল ক্রিকেটের খবর নেই দুই বছর ধরে। দুই বছর ধরে বন্ধ মহকুমা ক্লাব ক্রিকেট। জানা গেছে, বাম আমলে একটি সিজনে এক-একটি মহকুমা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন নাকি টিসিএ থেকে প্রায় ১০-১৫ লক্ষ টাকার অনুদান পেতো। কিন্তু তিন বছর ধরে বন্ধ রাজ্যভিত্তিক মহকুমা ক্রিকেট। দুই সিজন ধরে বন্ধ মহকুমা ক্লাব ক্রিকেট। ফলে মহকুমা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক অনুদান প্রায় বন্ধ। ফলে একটা আর্থিক সংকটে মহকুমা ক্রিকেট সংস্থাগুলি।

এই প্রসঙ্গে মহকুমা ক্রিকেটের প্রতিনিধিরা বলেন, রাজনৈতিক চাপে আমাদের মুখ খোলা সম্ভব হচ্ছে না। বিভিন্ন জায়গায় আমরা অনেকবার বলেছি কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। তিনি বলেন, ক্রিকেট এখন রাজনীতি হয়ে গেছে। বাম আমলেও রাজনীতি হতো। ক্রিকেটকে নিয়ে। কিন্তু গত ২৮-২৯ মাসে টিসিএ-তে রাজনীতি হয়েছে কিন্তু ক্রিকেট হয়নি। মহকুমা ক্রিকেটের চরম আর্থিক সংকটে এখন অনেক মহকুমা ক্রিকেট সংস্থার অফিসও নাকি খোলা হয় না। এক মহকুমার ক্রিকেট সচিব বলেন, আমাদের কোন কাজ নেই। বলা হয়েছিল পুর ভোট শেষ হয়েছে ইই মাস। কিন্তু এখনও মহকুমা ক্লাব ক্রিকেট বা জোনাল অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেট বা অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট শুরু করার কোন ঘোষণা নেই টিসিএ থেকে। তিনি স্বীকার করেন যে, গত ২৮-২৯ মাসে মহকুমা ক্রিকেটকে এক প্রকার পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছে। তার দাবি, টিসিএ-তে এতো রাজনীতি যে এখানে ক্রিকেট বা ক্রিকেটারদের কথা কেউ চিন্তা করেনা। যার ফলে মহকুমা ক্রিকেট আজ পঙ্গু হওয়ার পথে।

নেশা কারবারিদের হাতে রক্তাক্ত প্রতিবাদী

প্রতিবাদী কলাম প্রতিিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। নেশা দ্রব্য বিক্রির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় হত্যার চেষ্টা করা হলো এক যুবককে। এই ঘটনায় উদ্বেজিত হয়ে পড়েছে শহরের বলাদাখাল এলাকার নাগরিকরা। মূল নেশা কারবারিকে পুলিশ গ্রেফতার করে না বলেও দাবি তুলেছেন তারা। এক নেশা কারবারির কারণেই গোটা বলাদাখাল এলাকায় অন্ততপক্ষে ৮০জন ছাত্র নেশায় আশক্ত হয়ে পড়েছে। এই নেশা কারবারিরাই পিটিয়ে গুরুতর জখম করেছেন রাজেশ মালাকারকে। স্থানীয়রা তার চিৎকার শুনে ছুটে গিয়ে তাকে উদ্ধার করেছে। রাজেশের মায়ের দাবি, এলাকাবাসীরা না দেখলে হয়তো তাকে হত্যা করা হতো। শুধুমাত্র নেশার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় এই হত্যার চেষ্টা। মূল অভিযুক্তের নাম কাজল মালাকার। এলাকায় কাজলের গুণ্ডাবাহিনী রয়েছে। এলাকাবাসীরা জানান, গত দুই বছর ধরেই কাজল ব্রাউন সুগার, হেরোইন-সহ নেশার ট্যাবলেট



বিক্রি করতে শুরু করেছে। এনিয়ৈ তাকে বহুবার সতর্ক করা হয়। পুলিশকেও অনেকবার ডাকা হয়েছিল। স্থানীয় শাসকদলের নেতাদের নিয়েও এর জন্য বৈঠক করা হয়। তাদের সামনে লিখিত নেওয়া হয়েছিল কাজল আর নেশার ব্যবসা করবে না। কিন্তু এখন তার বাড়ি থেকেই প্রকাশ্যে নেশা দ্রব্য বিক্রি হচ্ছে। গোটা এলাকার ছোট ছোট ছেলেরা তার থেকে নেশার কৌটা কিনছে। পড়াশোনা ছেড়ে এখন উঠতি বয়সের ছাত্ররা নেশার কলমে চলে যাচ্ছে। এলাকাবাসীদের জানা মতো, ৭০ থেকে ৮০জন ছাত্র

কাজল থেকে নেশার কৌটা কিনে। যে কারণে এলাকার পরিবেশও নষ্ট হয়ে গেছে। এই কারণেই পুলিশের উপর বিশ্বাস হারিয়ে এলাকার কিছু যুবক নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধে অভিযান করতে শুরু করেছে। এই কারণেই কাজলের নেশা কারবারি গুণ্ডারা রাস্তায় রাজেশকে হত্যার চেষ্টা করেছে। এখন নেশা কারবারিদের ভয়ে রাস্তায় অনেকেই একা চলাফেরা করতে ভয় পাচ্ছে। পুলিশ সাহায্য না করলে এলাকাবাসীরা মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হবেন বলে জানিয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, শাসকদলের প্রভাবশালী

নেতারাও নেশা কারবারিদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন। নেশা ব্যবসা নিয়ে তাদের তেমন কোনও বক্তব্য নেই। প্রসঙ্গত, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নেশার বিরুদ্ধে বারবার যুদ্ধ ঘোষণা কথা বলেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর বারবার আবেদনের পর শাসকদলের কয়েকজন নেতা নেশার বিরুদ্ধে অভিযানের নামে চুনোপুটির ভাড়াতে অভিযান করছে। কিন্তু বড় নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত ক্লাব ফোরাম, বিজেপির বিধায়ক রেবতী মোহন দাস কিংবা শাসকদলের কোনও নেতা অভিযান করেননি। শুধু দুর্বল নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধেই অভিযানে ব্যস্ত পুলিশ থেকে শুরু করে শাসকদলের নেতারা। এভাবে নেশার ব্যবসা কখনোই বন্ধ করা যাবে না বলেও অবস্থায় রয়েছে তার দেহটি। এদিকে রাজ্যে প্রত্যেকদিনই বুলুস্ত দেহ উদ্ধার হচ্ছে। প্রত্যেকটি ঘটনায় পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যু বলে ফাইল বন্ধ করে দিচ্ছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অভিযোগ উঠছে, খুন করে দেহ বুলিয়ে রাখা এখন নতুন চক্রান্ত তৈরি হয়েছে। এই তালিকায় পুলিশও বুলুস্ত দেহ দেখলে আর তদন্ত করার দরকার মনে করে না।

শহরতলিতে মহিলার দেহ

প্রতিবাদী কলাম প্রতিিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। খুন করে দেহ বুলিয়ে রাখা এখন ট্যাডিশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেকদিনই শহর এবং আশপাশ এলাকায় বুলুস্ত দেহ উদ্ধার হচ্ছে। আবারও বুলুস্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে আমতলি থানার রায় কলোনি এলাকায়। নিজের শ্বশুরবাড়িতেই ফাঁসিতে বুলুস্ত অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে দুর্গা সাহা নামে ৪৫ বছরের এক বধুর দেহ। পুলিশ খবর পেয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করেছে। পুলিশ সূত্রের খবর, কি কারণে এই বধু আত্মহত্যা করেছেন কেউ কিছু বলতে পারছেন না। দুর্গা সাহা বাড়িতে একাই ছিলেন। বাড়ির লোকজন গিয়ে দেখেন বুলুস্ত অবস্থায় রয়েছে তার দেহটি। এদিকে রাজ্যে প্রত্যেকদিনই বুলুস্ত দেহ উদ্ধার হচ্ছে। প্রত্যেকটি ঘটনায় পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যু বলে ফাইল বন্ধ করে দিচ্ছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অভিযোগ উঠছে, খুন করে দেহ বুলিয়ে রাখা এখন নতুন চক্রান্ত তৈরি হয়েছে। এই তালিকায় পুলিশও বুলুস্ত দেহ দেখলে আর তদন্ত করার দরকার মনে করে না।

পুলিশের নিচুস্তরে ২৬ বদলি

প্রতিবাদী কলাম প্রতিিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। ইনসপেকটরের পর এবার কনস্টেবল স্তরে ২৬জনকে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় বদলি করা হয়েছে। শুক্রবার এই বদলির নির্দেশিকাটি জারি করেছেন রাজ্য পুলিশের আইজি (আইন-শৃঙ্খলা) অরিন্দম নাথ। বদলির তালিকায় ১০জনই মহিলা কনস্টেবল। ২০২২ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে থানাগুলি সাজাতে শুরু করে দিয়েছে পুলিশ প্রশাসন। গুপ্ত সন্ত্রাসের রদবদলের পর নিচুস্তরেও বদলি শুরু হয়ে গেছে। শুক্রবার যে ২৬ জন বদলি হয়েছে তাদের প্রায় সবাই থানায় পোস্টিং পাবেন। তাদের বদলির তালিকায় চারজন রয়েছেন যারা মানবিক কারণে বদলি পেয়েছেন। এরা হলেন পুলক দেব, মরণ সাহা, রবিনা দেবর্মা, রিস্তা দেব। তাদেরকে পরিবারের কাছে বদলির সুবিধে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। রাজ্যের প্রায় ৮টি জেলাতেই এই ২৬জনই হয়েছেন। শুধুমাত্র দু'জনই থানাগুলি ছাড়া জিয়ারাপি এবং ট্রাফিক ইউনিটে বদলি হলেন।

সোনার বাজার দর
১০ গ্রাম : ৪৮,৩৫০
ভরি : ৫৬,৪০৮

অল ইন্ডিয়া ওপন চ্যালেঞ্জ
Free সেবা 3 ঘন্টায় 100% গ্যারান্টিতে সমাধান
প্রশ্নে বাধা, ব্যবসায় গৃহি, গুহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সতীন ও শত্রু থেকে পরিত্রাণ, গুণ্ডাম, কর্মে বাধা, গুণ্ডাবিদ্যা, কল্যাণাদু, মুঠকরণ, জাদুটানা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।
যারা বসে A to Z সমস্যার সমাধান
যদি কারও স্বামী, প্রেমী অথবা মেয়ে কারও বশীভূত হয় তাহলে একবার অবশ্যই ফোন করুন আর ঘরে বসেই দ্রুত সমাধান পান
স্পেশালিস্ট ও বশীকরণ, মুঠকরণী এবং কল্যাণাদু
Contact 9667700474

ব্যাস এখন আর দুঃখ নয়
আপনি কি কষ্টে আছেন কেন যেহেতু সকল সমস্যাই রয়েছে সমাধান সমস্যা ১০০ শতাংশ অতিসমৃদ্ধ সমাধান পাবেন আমাদের কাছে।
মিয়া সুফি খান
যেমন চাকরি, গৃহ অশান্তি, প্রেম, বিবাহ, কালো জাদু, সতীন এর যন্ত্রণা অথবা শত্রুদমন, সন্তানের চিৎরা, ষণ মুক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার তুফান সমাধান পাবেন আমাদের কাজের দ্বারা।
যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনে কারো কোন ব্যক্তি অন্য কারো বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসমৃদ্ধ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।
তত্ত্ব মন্ত্র বশীকরণ এবং অন্তঃ-এর স্পেশালিস্ট মিয়া সুফি খান। সত্যের একটি নাম।
মোবাইল : 8798144508 / 8798144507
ঠিকানা- ভোলাগিরি, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা (নিয়ার শনি মন্দির)

নাইট কারফিউতে ফের চুরি

প্রতিবাদী কলাম প্রতিিনিধি, বিশালগড়, ২৮ জানুয়ারি।। নাইট কারফিউ যেন লোক-দেখানোর জন্য। নাইট কারফিউতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেখানে কঠোর থাকার কথা, সেই জায়গায় একের পর এক অপরাধমূলক ঘটনা ঘটে চলেছে। বিশেষ করে চোরের দল এই সময়ে আরও বেশি তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে। বৃহস্পতিবার রাতে বিশালগড় স্টেট ব্যাঙ্ক সংলগ্ন এলাকায় সুকান্ত সেনের বাড়িতে হানা দেয় চোরের দল। ওই বাড়িতে ভাড়া থাকেন রবীন্দ্র সূত্রধর। তিনি পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আগরতলায় আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। সেই সুযোগটিকে



কাজে লাগিয়ে চোরের দল তাদের ঘরের দরজা ভেঙে স্বর্ণালঙ্কার, টাকা-সহ বিভিন্ন সামগ্রী হাতিয়ে নিয়ে যায়। শুক্রবার সকালে বাড়ির মালিক সুকান্ত সেন তার ভাড়াটিয়ার ঘরে দরজা ভাঙা দেখে চমকে যান। তিনি তড়িঘড়ি খবর দেন রবীন্দ্র সূত্রধরকে। তারা বাড়িতে এসে ঘরের অবস্থা দেখে অবাক হয়ে যান। ঘরের ভেতরে গিয়ে তারা দেখেন স্বর্ণালঙ্কার এবং টাকা উধাও। পরবর্তী সময় খবর দেওয়া হয় বিশালগড় থানার পুলিশকে। পুলিশ এসে ঘটনার তদন্ত করে যায়। এদিকে, এলাকাবাসী প্রশ্ন তুলছেন, নাইট কারফিউতে চোরের দল কিভাবে একের পর এক ঘটনা সংঘটিত করছে? নিরাপত্তা ব্যবস্থা কোথায়? চুরির ঘটনায় ভাড়াটিয়া রবীন্দ্র সূত্রধরের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে। তারা বুকে উঠতে পারছেন না আদৌ চুরি যাওয়া সামগ্রী এবং টাকা ফিরে পাবেন কিনা। এলাকাবাসীর আশঙ্কা চোরের দল আদৌ পুলিশের জালে ধরা পড়বে কিনা। কারণ, এর আগেও এই ধরনের চুরি হয়েছে। কিন্তু পুলিশ কোন ঘটনাই তদন্ত শেষ করতে পারছে না। এই ঘটনটি হয়তো ফাইলেই চাপা পড়ে থাকবে।

ঘুম থেকে উঠে মায়ের মৃতদেহ দেখলো সন্তানরা

প্রতিবাদী কলাম প্রতিিনিধি, কাঁটালিয়া, ২৮ জানুয়ারি।। ঘুম থেকে উঠে মায়ের বুলুস্ত মৃতদেহ দেখতে পেল তার সন্তানরা। স্বাভাবিকভাবে বলার অপেক্ষা রাখে না মৃতদেহ দেখার পর ছেলেমেয়েদের প্রথম প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল। পরিবারটি খুবই গরিব। তাই ৩৫ বছরের ঝুমা পালের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনার পেছনে দারিদ্রতাকেই কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। যাত্রাপুর থানার অন্তর্গত শাসপুকুর সীমান্ত গ্রামের মরণ পালের স্ত্রী ঝুমা। স্বামী-স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ৬ জনের সংসার। বৃহস্পতিবার রাতে স্বামী এবং সন্তানদের নিয়ে এক সার্থেই ভাত খেয়েছিলেন ঝুমা। পরে এক সার্থেই ঘুমিয়ে পড়েন। স্বামী মরণ পাল ভোর নাগাদ ঘুম থেকে উঠে ঘরের বাইরে আসেন। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন স্ত্রী বিছানায় নেই। ঘর থেকে বেরিয়ে উঠানে আসার পরই তার নজরে আসে স্ত্রীর বুলুস্ত মৃতদেহ। মরণ পালের চিৎকারে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। খবর পেয়ে সাতসকালে যাত্রাপুর থানার পুলিশ মরণ পালের বাড়িতে আসে। মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করে পাঠানো হয় ময়নাতদন্তের জন্য। পুলিশের তরফ থেকে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করা হয়েছে। তবে ঘটনাটি

VISION CONSULTANCY
Admission Point
We Provide Admission Guidance for MBBS / BDS / BAMS
TOP PRIVATE MEDICAL COLLEGES IN INDIA (Kolkata, Uttar Pradesh, Bangalore, Tamilnadu, Puducherry, Haryana, Bihar, Orissa & Other)
LOW PACKAGE 45 LAKH
NEET QUALIFIED STUDENTS ONLY
Call Us : 9560462263 / 9436470381
Address : Office lane, Opp. Siksha Bhavan, Agartala, Tripura (W)

ইন্ডিয়া আয়ুর্বেদিক মেডিসিন সেন্টার
Paradise Chowmuhani, Near Khadi Gramodyog Bhavan Agartala - 8787626182
NO SIDE EFFECTS
যেকোনো ধরনের পাইলস এর সমস্যা থেকে রিলিফ পেতে সেবন করুন।
Mediroid Kit Capsule
MRP : 230/-

ATTENTION RUBBER TRADERS AND RUBBER FARMERS
We help to get Rubber board licence, GST, MSME registration for unregistered traders.
Other Activities :
Business development guidance, project report for PMEGP, Trade loans with or without subsidy
For Farmers only
Guidance to estate farmers for increasing yield and quality, Estate inputs, acid, mini modern smoke house etc.
For details
MAA ENTERPRISE
Kumarghat, Unokoti, Tripura
(M) 8974693460 / 7994669119 / 7085442220

বাবাকে কোপালো ছেলে

প্রতিবাদী কলাম প্রতিিনিধি, কমলপুর, ২৮ জানুয়ারি।। দা দিয়ে কুপিয়ে বাবাকে হত্যার চেষ্টার অভিযোগ ছেলের বিরুদ্ধে। ঘটনা কমলপুর থানাধীন সন্তোষীয়া এলাকায়। গুরুতর আহত অবস্থায় ৮০ বছরের হীরামন মালির চিকিৎসা চলছে লাই জেলা হাসপাতালে। শুক্রবার রাত



সাড়ে ৭টা নাগাদ তার ছেলে কাজল মালি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাড়িতে আসে। বাবার সাথে জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ঝগড়া করে কাজল। একটা সময় উদ্বেজিত হয়ে কাজল দা নিয়ে তার বাবার উপর চড়াও হয়। দায়ের আঘাত লাগে বৃদ্ধ হীরামন মালির মাথায় এবং কোমরে। পরবর্তী সময় প্রতিবেশীরা এসে ছেলের হাত থেকে বাবার প্রাণ রক্ষা করেন। তড়িঘড়ি বৃদ্ধকে উদ্ধার করে কমলপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে ধলাই জেলা হাসপাতালে রেফার করেন। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

তালা বুলিয়েও পদ ধরে রাখতে পারলেন না প্রধান

প্রতিবাদী কলাম প্রতিিনিধি, বিশালগড়, ২৮ জানুয়ারি।। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত একের পর এক নাকটীয় ঘটনা ঘটে গেল বিশালগড় চন্দ্রনগর পঞ্চায়েতে। ওই পঞ্চায়েতের প্রধান সবিতা রায় সরকারের বিরুদ্ধে স্বদলীয়রাই অনাস্থা এনেছিলেন। কিন্তু সেই অনাস্থা কোনভাবেই যেনে নিতে পারেননি সবিতা রায় সরকার। তাই শুক্রবার সকালে এলাকার লোকজন নিয়ে তিনি পঞ্চায়েত কার্যালয়ে তালা বুলিয়ে দেন। এতে করে পঞ্চায়েত সচিব ভেতরেই তালাবন্দি থাকেন। পরবর্তী সময় পুলিশ এসে তালা খুলে। এদিকে এদিনই সবিতা রায় সরকারের বিপরীত গোষ্ঠীর নেতারা এসে তড়িঘড়ি পরবর্তী প্রধান নির্বাচন করেন। চন্দ্রনগর পঞ্চায়েতের নতুন প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন প্রিয়া ভৌমিক। এদিন সকালে পঞ্চায়েত কার্যালয়ে যখন তালা বুলানো হয়েছিল সবিতা রায় সরকার এসে স্বদলীয়দের সাথে তর্ক জড়িয়ে পড়েন। কেন পঞ্চায়েত কার্যালয়ে তালা লাগানো হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন করা হয় সবিতাকে। তিনি প্রশ্নসরি জানিয়ে দেন এলাকার নাগরিকরা পঞ্চায়েতে তালা বুলিয়েছে। এক্ষেত্রে তার কিছুই করার



নেই। প্রশ্ন তুলেন যদি তিনি কোন অনায়াস করে থাকেন তাহলে তা প্রশ্ন হল কিভাবে? তিনি যা করেছেন প্রধান নির্বাচন করা হবে তা আগেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল। সেই কারণেই সদ্য নির্দায়ী প্রধান সবিতা রায় সরকার লোকজন নিয়ে সকালেই পঞ্চায়েত কার্যালয়ে তালা বুলিয়ে দেন। এ নিয়ে পরিস্থিতি একটা সময় খুবই উত্তপ্ত হয়ে উঠে। শাসকদলের অন্দরে একেবারে চরম আকার ধারণ করেছে তা এদিনের ঘটনায় একেবারে স্পষ্ট।

GRAMMAR & SPOKEN

ছোটদের, বড়দের ও Competitive পরীক্ষার্থীদের English grammar, Spoken, Written ও Translation পড়ানো হয় এবং Recording Videos প্রদান করা হয়।
— ও যোগাযোগ করুন ও —
Mob - 9863451923 8837086099

দোকান ভাড়া
কামান চৌমুহনস্থিত GROUND FLOOR দোকান আনুমানিক 1100 S/F ভাড়া দেওয়া হবে।
আর্থিক সম্পন্ন ব্যক্তি যোগাযোগ করিবেন।
— ও যোগাযোগ ও —
Mob - 7640984915

কর্মখালি
পাইকারী ও যুধ এর দোকান-এর জন্য 2 জন Smart ছেলে কর্মী প্রয়োজন। Qualification 10th Pass। বেতন সাক্ষাতে আলোচ্য হবে।
Agartala, West Tripura
Mob: 8787626182

জিবিতে নাম বদলে নেশার কারবার



প্রতিবাদী কলাম প্রতিিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। জিবি এলাকায় নেশা দ্রব্য ব্যবসার বড় নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে রোমিও। নাম বদলে উত্তেজক নেশা সামগ্রী গোটা জিবি এলাকাতৈই পৌঁছে দিচ্ছে এই যুবক। কোথাও রোহন, লিটন আবার সাগর নাম দিয়ে ইয়াবা ট্যাবলেট, ব্রাউন সুগার, হেরোইন পৌঁছে দিচ্ছে ছোট ছোট নেশা কারবারিদের হাতে। পুলিশও রোমিওর বিরুদ্ধে কোনও ধরনের ব্যবস্থা নেয় না। নেশা কারবারিদের বড় মাথা হয়ে উঠা রোমিও প্রত্যেক সপ্তাহে এনসিসি থানা এবং জিবি ফাঁড়ির পুলিশবাবুদের পাকেটে মােসাহারা পৌঁছে দেন বলে

অভিযোগ রয়েছে। এই কারণে রোমিও বিভিন্ন নামে জিবি বাজার এলাকায় নেশার ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রকাশ্যেই পুলিশ তার পকেটে রয়েছে বলে হুমকি দিয়ে যায়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন বারবার নেশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, ওই সময়েই তাঁর সৈনিকদের বিরুদ্ধে ঘৃস নেওয়ার অভিযোগ উঠছে। ঘৃস নিয়ে নেশা কারবারিদেরকে রমরমা নেশা ব্যবসা করতে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এই দফায় এতটাই আশ্চর্য্য পেয়েছে রোমিও যে, প্রকাশ্যেই সাধারণ নাগরিকদের হত্যার হুমকি দিচ্ছে। তার নেশা বিক্রির বিরুদ্ধে কেউ কথা বললেই হত্যা করতে এগিয়ে

“স্বপ্ন আপনার, সাজাবো আমরা”
বিয়ের ফার্নিচারের বিপুল সম্ভার
Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura
Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur
9436940366